IPC
لجنة التعريف بالإسلام
ISLAM PRESENTATION COMMITTEE
جمعية النجاة الخيرية



مبرة الآل والأصحاب
سلسلة العلاقة الحميمة بين الآل والأصحاب (١)

নবী পরিবার

মধ্যে

প্রশংসা বিনিময়

শিক্ষা ও গবেষনা কেন্দ্র, মুবাররাতুল আল ওয়াল আসহাব

ভাষান্তর: মুহাম্মদ কহুল আমিন



নবী পরিবার ও সাহাবীগণের মধ্যে

প্রশংসা বিনিময়

৯২২,৩৯৯ কুয়েত জাতীয় গ্রন্থাগারের তালিকাভুক্তি
মুবাররাতুল আল ওয়াল আসহাব
আস্‌সানা আল-মুতাবাদাল বাইনাল আল ওয়াল আসহাব
প্রণয়নে
মুবাররাতুল আল ওয়াল আসহাব
শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র
১ম প্রকাশ - মুবাররাতুল আল ওয়াল আসহাব - ২০০৬ ইং
পৃষ্ঠা-৭৬; (নবী পরিবার ও সাহাবীগণের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিষয়ক সিরিজ ১)
১. সাহাবী ও তাবেঈ - জীবনী
২. নবী চরিত - আহলে বাইত
ISBN: 99906-635-X
নিবন্ধন সংখ্যাঃ ০০২৪৩/২০০৬

নবী পরিবার ও সাহাবীগণের মধ্যে প্রশংসা বিনিময়

‘মুবাররাতুল আল ওয়াল আসহাব’ এর লিখিত অনুমতি ছাড়া
কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন না করার শর্তে
এই গ্রন্থ প্রকাশের অধিকার নবী পরিবার ও সাহাবী প্রেমিকদের জন্য উন্মুক্ত ।

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৪২৯ হি/ ২০০৮ খৃঃ
মুবাররাতুল আল ওয়াল আসহাব

ফোন: ২২৫৫২৩৪০-২২৫৬০২০৩, ফ্যাক্স: ২২৫৬০৩৪৬
পোস্ট বক্স # ১২৪২১, আল-শামীয়াহ, পোস্ট কোড # ৭১৬৫৫
কুয়েত
e-mail: almabarrh@gmail.com
www.almabarrah.net

ব্যাংক হিসাব নং: কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ 201020109723

উৎসর্গ

পবিত্র নবী পরিবার ও ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সন্তান সাহাবী প্রেমিকদের উদ্দেশ্যে

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

সূচীপত্র

অনুবাদকের কথা/ ৯

ভূমিকা/ ১১

প্রথম অধ্যায়: আহলে বাইত ও সাহাবী কারা? আহলে বাইত করা?/ ১৪

রাসূল (সা)-এর স্ত্রীগণও আহলে বাইতের অর্ন্তভুক্ত/ ১৫

আহলে বাইত ও সাহাবীগণের ব্যাপারে মুসলমানদের আকীদা/ ২০

সাহাবী কারা?/ ২১

তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে/ ২৩

শ্রেষ্ঠ নবীর সাহাবীগণের ব্যাপার মুসলমানদের আকীদা/ ২৪

আহলে বাইতের কতিপয় সদস্য যাঁরা সাহচর্য ও বংশীয় সম্মানে ভূষিত/ ২৬

দ্বিতীয় অধ্যায়: সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে আহলে বাইতের প্রশংসা/ ২৭

ইমাম আলী ইব্ন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহু ও তাঁর অনুচরগণের প্রশংসা/ ২৮

ইমাম আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা/ ৩২

ইমাম আলী ইব্ন হুসাইন এর প্রশংসা/ ৩৪

ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকের এর প্রশংসা/ ৩৭

ইমাম যায়িদ ইব্ন অলী ইব্ন হুসাইন এর প্রশংসা/ ৩৮

ইমাম আব্দুল্লাহ ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলীর প্রশংসা/ ৩৯

ইমাম জাফর সাদিকের প্রশংসা/ ৪০

ইমাম মুসা আল-কাজিমের প্রশংসা/ ৪৩

ইমাম আলী রেজার প্রশংসা/ ৪৩

ইমাম হাসান ইব্ন মুহাম্মদ আল-আসকারীর প্রশংসা/ ৪৪

তৃতীয় অধ্যায়: আহলে বাইতের উদ্দেশ্যে সাহাবীগণের প্রশংসা/ ৪৭

আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা/ ৪৯

আমীরুল মুমিনীন উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা/ ৫১

আমীরুল মুমিনীন উসমান ইব্ন আফ্ফান রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা/ ৫৬

তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা/ ৫৬
সায়াদ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা/ ৫৬
জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা/ ৫৭
উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাদি আল্লাহু আনহার প্রশংসা/ ৫৮
আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা/ ৬০
আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা/ ৬০
মুসাওয়ার ইব্ন মাখরামাহ রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা/ ৬১
আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা/ ৬২
যায়িদ ইব্ন সাবিত রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা/ ৬৩
আহলে বাইতের প্রশংসায় আনাস, বারা' ইব্ন আযেব ও আবু সাঈদ খুদুরী রাদি আল্লাহু আনহুম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে/ ৬৩
আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা/ ৬৪
আলী (রা) ও আহলে বাইতের উদ্দেশ্যে মুয়াবিয়া (রা)–এর প্রশংসা/ ৬৬
সমাপনী/ ৬৮
তথ্যগ্রন্থ/ ৬৯

অনুবাদকের কথা

মহান আল্লাহ বিশ্বমানবতার জন্য সর্বশেষ ও একমাত্র জীবন আদর্শ হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দ্বীন সমগ্র বিশ্বের মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দেয়ার এক মহান দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। তাবলীগে দ্বীন তথা দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম যে কর্মসূচী হাতে নিয়েছিলেন তা ছিল, আদর্শ মানুষ তৈরি। এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে তিনি পার্থিব জীবনের মোহমুক্ত হয়ে একমাত্র একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় আখিরাতমুখী জীবনযাপনে অভ্যস্ত, অকুতভয়, একনিষ্ঠ এক সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। পারস্পারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের সে বাহিনীর অনুপম বৈশিষ্ট্য ছিল, "কাফিরদের ব্যাপারে কঠোর ও নিজেদের ব্যাপারে দয়া পরবশ"। তাঁরা ছিলেন, 'সীসা ঢালা প্রচীরের ন্যায়'। তাঁদের ভ্রাতৃত্বের তুলনা ছিল, 'একই দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংগ'। অপর ভাইকে অগ্রাধিকার প্রদান ও ভালবাসার ক্ষেত্রে এমন এক অনুপম দৃষ্টান্ত তাঁরা উপস্থাপন করেছিলেন মানব ইতিহাসে যার দ্বিতীয় কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না।

শিয়া-সুন্নী বিরোধ বর্তমান বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ক্ষেত্রে বড় বাধা স্বরূপ। শিয়া ও সুন্নী বিরোধের কোন ভিত্তি নেই। ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদেরকে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত করে রাখার উদ্দেশ্যে কিছু বানোয়াট, মিথ্যা ও উল্লেখযোগ্য নয় এমন প্রসংগকে বড় করে দেখানোর মাধ্যমে তাদের সে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করে চলেছে। অথচ কেউ শিকড় সন্ধান করে দেখে না যে, যেসব সাহাবী ও আহলে বাইতকে কেন্দ্র করে শিয়া-সুন্নীর বিরোধ তাঁদের পারস্পারিক সম্পর্ক কেমন ছিল? সামান্য চিন্তা করলেই যে কোন বিবেক সম্পন্ন মানুষ বুঝতে পারবেন, তাঁদের মধ্যে কোন ধরণের বিরোধ তো দূরের কথা সামান্য মনোমালিন্যও ছিল না। পরস্পরকে ভালবাসা তাঁরা অন্যতম ইবাদাত মনে করতেন। আর ইবাদাতের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করাই ছিল তাঁদের বৈশিষ্ট্য। আন্তরিকতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে একে অন্যকে কতটুকু ভালবাসতে পারে এটাই ছিল তাঁদের কাছে বিবেচ্য। এ কারণেই তাঁরা একজন অন্যজনের বুকে বুক মিলায়ে মহান প্রভূর দরবারে দুআ করতেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে আমাদের ভালবাসা বৃদ্ধি করে দাও"।

সম্মানিত পাঠকগণ আলোচ্য পুস্তিকাটিতে আসহাবে রাসূল ও আহলে বাইতের পারস্পারিক সম্পর্কের একটি ঝলক অনুভব করতে পারবেন। তাঁদের মধ্যকার নানামুখী সুসম্পর্কের একটি বিশেষ দিক তথা প্রশংসা বিনিময় বা কিভাবে একজন অন্যজনের সৎকর্মের স্বীকৃতি প্রদান করতেন সেটি অবগত হতে পারবেন। কারও অন্তরে অন্যের ব্যাপারে সামান্য শত্রুতা বা খারাপ ধারণা থাকলে সে কখনও তার প্রশংসা করে না। অথচ যারা আল্লাহর রাসূলের নিবেদিত প্রাণ সাহাবীগণকে 'সাধারণ সাহাবী' ও 'আহলে বাইত' দুটি আলাদা দলে বিভক্ত করার অপপ্রয়াস

চালায়, এ পুস্তিকায় তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, কথিত ঐ দুটি দলের পরস্পরের মধ্যে কোন বিরোধ, হিংসা বা ঘৃণা কখনও ছিল না। মহান আল্লাহ তাঁর দ্বীনের প্রচার-প্রসারের জন্য তাঁর প্রিয় রাসূলের সাথী হিসেবে তাঁদেরকে মনোনীত করে যে সম্মানে তাঁদেরকে ভূষিত করেছিলেন, তার যথার্থ হক তাঁরা আদায় করেছিলেন পরস্পর পরস্পরের সহযোগী, সহযোদ্ধা হিসেবে।

যারা অজ্ঞতাবশত: কতিপয় সাহাবীর ব্যাপারে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন, পুস্তিকাটি তাদের অন্তর চক্ষু খুলে দিতে সাহায্য করবে, যখন সে দেখবে আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু আহলে বাইত সম্পর্কে বলছেন, 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর আহলে বাইতের ব্যাপারে সম্মান কর'। এরপরও যদি সেসব ব্যক্তি মিথ্যাবাদী বলে তাঁকে অভিশাপ দেয় এর অর্থ কি এটি নয় যে, তিনি আহলে বাইত সম্পর্কে যে কথাটি বলেছেন তাও মিথ্যা। উমর রাদি আল্লাহু আনহু ছিলেন আলী রাদি আল্লাহু আনহুর মেয়ে উম্মে কুলসূমের স্বামী। এ কথা জানার পরও কি ঐ ব্যক্তি আহলে বাইতের একজন সম্মানিত জামাতাকে অভিশাপ দিতে পারে? আলী রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাদি আল্লাহু আনহা বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ব্যক্তি হলেন আলী'। আয়িশা রাদি আল্লাহু আনহা যদি মিথ্যাবাদীর দায়ে অভিশপ্ত হন তবে তাঁর এ বাণীও কি মিথ্যা হবে না? অন্যদিকে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে আয়িশা রাদি আল্লাহু আনহাসহ সকল উম্মুল মুমিনীনকে আহলে বাইতের সদস্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন। অতএব তাঁকে অভিশাপ দেয়ার অর্থ হয়তো ঐ ব্যক্তি কুরআন অস্বীকার করল, অথবা আহলে বাইতের একজন সম্মানিত সদস্যকে অভিশাপ দিল। এভাবেই প্রত্যেক পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, আহলে বাইত ও অন্যান্য সাহাবী এমনভাবে জড়িত যে, তাঁদের একজন থেকে অন্যজনকে আলাদা করা সম্ভব নয়।

আমরা এ পরিসরে সকলের কাছে বিনীত অনুরোধ করছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সাহাবীগণের মধ্যে কোন প্রকার তারতম্য করা প্রকৃত ঈমানদারের লক্ষণ নয়। তাঁদের মধ্যে কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা ছিল না। তাঁরা সকলেই ছিলেন আল্লাহর বান্দা ও ভাই ভাই। অতএব আমরা আহলে বাইত ও তদভিন্ন অন্যান্য সাহাবী সকলকেই স্ব স্ব মর্যাদা প্রদান করব।

মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা তিনি যেন একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তরে আহলে বাইত ও সাহাবীগণের সকলের প্রতি গভীর ভালবাসা, অকৃত্রিম ভক্তি-শ্রদ্ধা লালন করার ও তাঁদের আদর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার তাওফীক দান করেন ..... আমীন।

মুহাম্মদ রুহুল আমিন
১১৯০, পূর্ব মনিপুর
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই, ক্ষমা প্রার্থনা করি, আমাদের অন্তরের খারাপী ও কর্মের ত্রুটি থেকে তাঁর কাছে পানাহ চাই। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন সেই সুপথপ্রাপ্ত, আর যাকে গোমরাহ করেন তার জন্য কোন হিদায়াতকারী নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি তাঁর বিজ্ঞানময় কুরআনে ঘোষণা করেছেন:

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٠٠

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা উত্তমভাবে তাঁদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ্ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাঁদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এমন সব জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তাঁরা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা।"[১]

সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহর এ প্রশংসা ও সন্তুষ্টির ঘোষণার পর অন্য কারও প্রশংসা বা সন্তুষ্টির কোন প্রয়োজন আছে কি? বরং আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তমভাবে অনুসরণ করাকে হিদায়াত ও আল্লাহর সন্তুষ্টির আলামত বা চিহ্ন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

এতদসত্ত্বেও ইতিহাস বিকৃতির কারণে কেউ কেউ ধারণা করে আহলে বাইত ও সাহাবীগণ এমন দুটি দল যারা একে অপরের প্রতি শত্রুতাপোষণ করত। কিন্তু এটি একটি মিথ্যা অপবাদ ছাড়া কিছু নয়। বরং তাঁরা ছিলেন ঠিক তেমন যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন:

أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ

"কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।"[২] যেভাবে তিনি তাঁদেরকে সম্বোধন করেছেন সূরা হাদীদে:

[১]. সূরা আত্ তাওবা: ১০০।
[২]. সূরা আল-ফাতহ: ২৯।

وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ لَا يَسۡتَوِي مِنكُم مَّنۡ أَنفَقَ مِن قَبۡلِ ٱلۡفَتۡحِ وَقَٰتَلَۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَعۡظَمُ دَرَجَةٗ مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَقَٰتَلُواْۚ وَكُلّٗا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উত্তরাধিকারী একমাত্র আল্লাহর। তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যদা তাদের চেয়ে বেশি, যারা (মক্কা বিজয়ের) পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। তবে আল্লাহ্ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন।"[১] আর আল্লাহ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। কোন মুসলমান কি আল্লাহর এ বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারে?

كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি, মানবতার কল্যাণেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে।"[২] একইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীকেও মিথ্যা বলতে পারে যে, "আমার যুগই সেরা যুগ এরপর যারা তাঁদের পরে আসবে ..... ।"[৩]

আহলে বাইত ও সাহাবীগণ কি ঈমান গ্রহণে প্রথম অগ্রগামী নন? তাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ যুগের মুহাজির ও আনসার, বিজয় নায়ক ও ইসলামী ঐক্যের ক্ষেত্রে জমজ সন্তানের মত। আল্লাহর শপথ! তাঁদের মধ্যে ভালবাসা, পারস্পারিক সম্মানবোধ, প্রশংসা বিনিময় ছাড়া অন্য কিছু কল্পনাও করা যায় না। তাঁদের মধ্যে ছিল আত্মীয়তা, বৈবাহিক সম্পর্ক এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা, বিশ্বপ্রতিপালকের রাসূলের সাহায্য, জানা অজানা বিভিন্ন বাতিল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জিহাদের ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহযোগিতা। তাঁরা উভয়েই ছিলেন স্বসম্মানে সম্মানিত। আল্লাহর দ্বীন পালনে আগ্রহী যেকোন জ্ঞানবান ব্যক্তির তাঁদের ব্যাপারে অপবাদ রটানো বা তাঁদের বিষয়ে দায়মুক্তি থেকে দূরে থাকাই উচিৎ।

এই গ্রন্থে আমরা সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে আহলে বাইতের সদস্যদের প্রশংসা ও আহলে বাইতের সদস্যগণের উদ্দেশ্যে সাহাবীগণের প্রশংসা সম্বলিত কতিপয় বর্ণনা উপস্থাপন করব। যা থেকে এটিই দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হবে যে, তাঁরা পরস্পর পরস্পরের ভালবাসা ও সম্মানবোধ পোষণ করতেন। কেন নয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ আহলে বাইতের ব্যাপারে গাদীর খুম্ম[৪] দিনের সেই স্মরণীয় অসীআত যথাযথভাবে পালন করেছিলেন, "আমি তোমাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহকে

[১]. সূরা আল-হাদীদ: ১০।
[২]. সূরা আলে ইমরান: ১১০।
[৩]. বুখারী, হাদীস নং- ৩৬৫০, ৩৬৫১, কিতাবু ফাদাইলুস্ সাহাবা, বাবু ফাদাইলু আসহাবুন্নবী।
[৪]. মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি জলাভূমি।

স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমি তোমাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। এ কথা তিনি তিনবার বলেছিলেন।"[১]

একইভাবে আহলে বাইত সাহাবীদের মর্যাদা, দ্বীন ইসলামের জন্য তাঁদের ত্যাগ, হিজরাত, আল্লাহর দ্বীন ও বিশ্বপ্রতিপালকের রাসূলকে সহযোগিতার জন্য পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি ছেড়ে আসার বিষয়টি মূল্যায়ন করতেন।

মহান আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের সকলকে উত্তমভাবে তাঁদের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে তাঁদের সাথে আমাদেরকে একত্রিত করুন..... আমীন।

[১]. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৪০৮, বাবু ফাদাইলে আলী ইব্ন আবু তালিব।

প্রথম অধ্যায়
আহলে বাইত ও সাহাবী কারা?

আহলে বাইত কারা?

এ বিষয়ে সম্মানিত আলেমগণ বিভিন্ন উক্তি পেশ করেছেন। তবে প্রনিধানযোগ্য মত অনুযায়ী আহলে বাইত বা নবী পরিবার হলেন বনু হাশিম (হাশিমের বংশধর)। কেননা তাঁদের উপর সাদকা গ্রহণ হারাম।[১]

ইমাম মুসলিম যায়িদ ইব্ন আরকাম রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী খুম্ম জলাভূমি এলাকায় আমাদের সম্মুখে ভাষণ দেয়ার জন্য দণ্ডায়মান হলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণকীর্তন করলেন, নসীহত এবং যিক্র করলেন, অতঃপর বললেন, হে মানবমণ্ডলী! আমি একজন মানুষ, আমার কাছে আমার প্রভুর দূত আগমনের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। আমি অচিরেই তাঁর ডাকে সাড়া দেব। আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, প্রথমটি হল আল্লাহর কিতাব যার মধ্যে রয়েছে হিদায়াত ও আলোকবর্তিকা। অতএব তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ কর এবং তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। অতঃপর তিনি আল্লাহর কিতাবের বিষয়ে উৎসাহ প্রদান ও অনুরাগ তৈরী করলেন। অতঃপর বললেন, আমি তোমাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমি তোমাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। হুসাইন (হাদীসের একজন রাবী) তাকে বললেন, হে যায়িদ! তাঁর আহল কারা? তাঁর স্ত্রীগণ কি আহলে বাইতের অর্ন্তভুক্ত নন? তিনি বললেন, তাঁর স্ত্রীগণও আহলে বাইত। তবে তাঁর আহল তাঁরাই যাদের উপর সাদকা হারাম। তিনি বললেন, তাঁরা কারা? তিনি বললেন, তাঁরা হলেন আলী, আকীল, জাফর, আব্বাস... পরিবার।[২]

এর প্রমাণ আব্দুল মুত্তালিব ইব্ন রাবীয়াহ্ ইব্ন হারিছ ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব ও ফদল ইব্ন আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহুমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যেয়ে তাদেরকে যাকাত উত্তোলনের দায়িত্ব প্রদানের আবেদন জানান। যাতে তাঁরা ঐ কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে বিবাহ করতে পারেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

[১]. বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য- আল-সাখাবী প্রনীত ইযতিজলাবু ইরতিকাউল গারফ গ্রন্থ, পৃ-১২৭।
[২]. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৪০৮, কিতাবু ফাযাইলুস সাহাবা, বাবু ফাযাইলে আলী।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে বললেন, মুহাম্মদের বংশের জন্য যাকাত গ্রহণ শোভনীয় নয়। নিশ্চয় এটি মানুষের কদার্য।[১]

এ বাক্য থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতৃব্য বংশ যেমন- আলী, জাফর, আকীল, আব্বাস, আবু লাহাব, হারিস ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব প্রমুখের সন্তানদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারা সকলেই তাঁর বংশ হিসেবে গণ্য।

রাসূল (সা)-এর স্ত্রীগণও আহলে বাইতের অর্ন্তভুক্ত

মহান আল্লাহ বলেন:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

"তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে, মূর্খতার যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ্ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।"[২]

আয়তটি স্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করছে, স্ত্রীগণও আহলে বাইতের অর্ন্তভুক্ত। এর অর্থ এই নয় যে, তাঁরা ব্যতীত অন্য কোন নারী আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নন। শব্দের ব্যপকতা থেকে প্রমাণ নিতে হবে কারণের বিশেষত্ব থেকে নয়।

ইকরামা ইব্ন আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, এ আয়াতটি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। অত:পর ইকরামা বলেন, যে তাঁর পরিবারের সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে চায় তার অবগত হওয়া উচিৎ যে, আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।[৩]

যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণকে তাঁর আহলে বাইতের অর্ন্তভুক্ত বলে দাবি করেন তাদের পক্ষে প্রমাণ স্বরুপ ইব্ন কাইয়্যম তাঁর 'জালাউল আফহাম' গ্রন্থে

[১]. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১০৭২, বাবু তারকে ইসতিমালু আলিন্ নাবী আলাস সাদাকাহ।
[২]. সূরা আল-আহযাব: ৩৩।
[৩]. সীরু আ'লামুন নুবালা: ২/২০৮, বিশ্লেষক বলেন, এ বর্ণনাটির ক্রমধারা হাসান।

(৩৩১-৩৩২ পৃষ্ঠায়) এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, বিশেষত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ আয়াতে বর্ণিত কারণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিলিত হয়েছেন। তাঁর জীবদ্দীশায় ও ইন্তিকালের পর তাঁরা অন্য পুরুষের জন্য হারাম ছিলেন। তাঁরা দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর স্ত্রী। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁদের সম্পর্কে যে সূত্র তা বংশ মর্যাদার স্থলাভিষিক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের উপর দরুদ প্রেরণের বিধান আরোপ করেছেন। এ জন্যই সহীহ বর্ণনা মতে (যেটি ইমাম আহমদ কর্তৃক নির্ধারিত) তাঁদের জন্য সাদকাহ গ্রহণ নিষিদ্ধ। কেননা তা মানুষের কদর্য। আর আল্লাহ ঐ মহান সম্মানিত রাসূল ও তাঁর পরিবারকে আদম সন্তানের যাবতীয় মালিন্য থেকে রক্ষা করেছেন।

এ এক আশ্চর্য বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী-

"হে আল্লাহ! মুহাম্মদের পরিবারের রিযককে পুষ্টিকর কর।"[১]

কুরবানীর ব্যাপারে তাঁর বাণী: "হে আল্লাহ! এটি মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের পরিবারের পক্ষ থেকে।"[২]

আয়িশা রাদি আল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীস: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার গমের শুকনা রুটিও পরিতৃপ্তি সহকারে পেত না।"[৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী, "হে আল্লাহ! মুহাম্মদের উপর ও মুহাম্মদের পরিবারের উপর রহমত বর্ষণ করুন।"[৪]

এসব বাণীতে তাঁর স্ত্রীগণ যদি তাঁর আহল হিসেবে গণ্য হন তবে নিচে বর্ণিত বাণীতে কেন তাঁরা তাঁর আহল হিসেবে গণ্য হবেন না?

"মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের পরিবারের জন্য সাদকা গ্রহণ বৈধ নয়।"[৫]

সাদকা মানুষের মালিন্য আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ তা থেকে রক্ষার ও দূরে থাকার অধিকতর হকদার।

যদি বলা হয় যেহেতু তাঁদের জন্য সাদকা গ্রহণ হারাম সেহেতু তাদের আজাদ কৃত দাসীদের জন্যও সাদকা গ্রহণ হারাম। যেমন বনী হাশিমের জন্য সাদকা গ্রহণ হারাম একই সাথে তাঁদের আযাদকৃত দাস-দাসীর উপরও তা হারাম। কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী আয়িশা রাদি

---

[১]. মুসলিম হাদীস নং- ১০৫৫; কিতাবুয্ যাকাত, বাবু ফীল কিফাফ ওয়াল কিনাআহ।
[২]. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং- ১৭৫০, কিতাবুল মানাসিক, বাবু আত্তালবিদ।
[৩]. কাছাকাছি শব্দে সহীহ বুখারীতে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। হাদীস নং ৫৪১৬, কিতাবুল আতআমাহ। মুসলিম, হাদীস নং- ২৯৭০, কিতাবুল যুহদে ওয়াল রাকাঈক।
[৪]. সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৪৭৯৭, কিতাবুত তাফসীর, বাবু ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতুহু ইসাল্লুনা আলান নাবী।
[৫]. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১০৭২।

আল্লাহু আনহার দাসী বারীরাহকে গোশত সাদকা করা হয় এবং তিনি তা ভক্ষণ করেন। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত গোশত ভক্ষণ তার জন্য হারাম করেননি।

যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণের জন্য সাদকাকে বৈধ মনে করেন তাদের পক্ষ থেকে এটি একটি সংশয় মাত্র। এই সংশয়ের জবাবে বলা যায়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণের জন্য সাদকা হারাম হওয়াটা মৌলিক পদ্ধতিতে নয়। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সাদকা হারাম হওয়ার কারণে তাঁদের জন্যও তা হারাম করা হয়েছে। নতুবা তাঁর সাথে বিবাহের পূর্বে তাঁদের জন্য সাদকা গ্রহণ হালাল ছিল। অতএব তাঁরা এই নিষিদ্ধতায় শাখাস্বরুপ। আর মনিবের উপর নিষিদ্ধতার শাখাস্বরূপ দাস-দাসীদের উপর নিষিদ্ধতা অর্পিত হয়। যেহেতু বনী হাশিমের জন্য এই নিষিদ্ধতা মৌলিক সেহেতু তাঁদের দাসদাসী এই বিধানে তাদের অধীন। আর যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণের জন্য এ নিষিদ্ধতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নিষিদ্ধ হওয়ার ফলশ্রুতিতে সেহেতু এই বিধানে তাঁদের দাসদাসীরা অর্ন্তভুক্ত হবে না। কেননা তারা শাখার শাখা বা প্রশাখা।

তাঁরা বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأۡتِ مِنكُنَّ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖ يُضَٰعَفۡ لَهَا ٱلۡعَذَابُ ضِعۡفَيۡنِۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٗا ٣٠

"হে নবী পত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। এটা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।"[১]

এ প্রসঙ্গটি নিম্নোক্ত আল্লাহর বাণী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে:

وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلۡحِكۡمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ٣٤

"আল্লাহ্‌র আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে খবর রাখেন।"[২]

[১]. সূরা আল-আহযাব: ৩০।
[২]. সূরা আল-আহযাব: ৩৪।

অত:পর তিনি বলেন, অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ আহলে বাইতের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত হলেন। কেননা উপরোল্লিখিত সম্বোধনগুলো তাঁদের উদ্দেশ্যেই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আহলে বাইতের গণ্ডি থেকে তাঁদেরকে বের করা বৈধ হবে না। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। ইবনুল কাইয়্যুম (রহ)-এর উক্তি শেষ হলো। এটিই ইনশাল্লাহ যথেষ্ট হবে।

আহলে বাইতের অসংখ্য ফযীলত ও মহৎ গুণাবলী রয়েছে, তার মধ্যে:

মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেন :

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرًا ﴿٣٣﴾

"হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ্ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।"[১]

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ মুসলিমে ইয়াযিদ ইব্ন হাইয়ান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হুসাইন ইব্ন সাবরা ও উমর ইব্ন মুসলিম একদা যায়িদ ইব্ন আরকামের কাছে গোলাম। যখন তার কাছে বসলাম তখন হুসাইন তাকে বলেলন হে যায়িদ! আপনি অনেক কল্যাণ পেয়েছেন। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন, তাঁর হাদীস শ্রবণ করেছেন, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, তাঁর পিছনে নামায আদায় করেছেন! হে যায়িদ আপনি অনেক কল্যাণ পেয়েছেন! হে যায়িদ! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা শুনেছেন তা আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, ভাতিজা, আল্লাহর কসম! আমার বয়স বেড়েছে, আমার বিদায়ের সময় আগমন করেছে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা রপ্ত করেছি তার অনেক কিছু ভুলেও গেছি। অতএব আমি যা বর্ণনা করি তোমরা তা গ্রহণ কর। আর যা বর্ণনা না করি সে ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিওনা। অত:পর তিনি বললেন: একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী খুম্ম জলাভূমি এলাকায় আমাদের সম্মুখে ভাষণ দেয়ার জন্য দণ্ডায়মান হলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণকীর্তন করলেন, নসীহত এবং যিক্র করলেন, অতঃপর বললেন, হে মানবমণ্ডলী! আমি একজন মানুষ, আমার কাছে আমার প্রভুর দূত আগমনের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। আমি অচিরেই তাঁর ডাকে সাড়া দেব। আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, প্রথমটি হল আল্লাহর কিতাব যার মধ্যে রয়েছে হিদায়াত ও আলোকবর্তিকা। অতএব তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ কর এবং তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। অতঃপর তিনি আল্লাহর কিতাবের বিষয়ে উৎসাহ প্রদান ও

[১] . সূরা আল-আহযাব: ৩৩।

অনুরাগ তৈরী করলেন। অতঃপর বললেন, আমি তোমাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, কথাটি তিনি তিনবার বললেন। হুসাইন (হাদীসের একজন রাবী) তাকে বললেন, হে যায়িদ! তাঁর আহল কারা? তাঁর স্ত্রীগণ কি আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নন? তিনি বললেন, তাঁর স্ত্রীগণও আহলে বাইত। তবে তাঁর আহল তাঁরাই যাদের উপর সাদকা হারম। তিনি বললেন, তাঁরা কারা? তিনি বললেন, তাঁরা হলেন আলী, আকীল, জাফর, আব্বাস... পরিবার। তিনি বললেন, তাদের সকলের জন্যই কি সাদকা হারাম? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[১]

এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ বুখারীতে আবু হামিদ সায়েদী রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, সাহাবাগণ একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিভাবে আপনার উপর দরুদ পেশ করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা বল, হে আল্লাহ! মুহাম্মদ, তাঁর স্ত্রীগণ ও সন্তানসন্ততিগণের উপর রহমত নাযিল কর। যেমনভাবে তুমি ইব্রাহীম পরিবারের উপর রহমত নাযিল করেছিলে। তুমি মুহাম্মদ, তাঁর স্ত্রীগণ ও সন্তানসন্ততিগণের উপর বরকত নাযিল কর। যেমনভাবে তুমি ইব্রাহীম পরিবারের উপর বরকত নাযিল করেছিলে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয়।[২]

ইসলামের অন্যতম রুকন সালাতের মধ্যে আহলে বাইতের উপর দরুদ পাঠ করা মহান আল্লাহ আমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন। তাঁদের মর্যাদা বিষয়ে আমীরুল মুমিনীন উমর রাদি আল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন সবধরনের বংশ ও সূত্র কর্তিত হয়ে যাবে আমার বংশ ও সূত্র ছাড়া।"[৩]

[১]. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৪০৮, কিতাবু ফাযাইলুস সাহাবা, বাবু ফাযাইলে আলী।
[২]. সহীহ বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, হাদীস নং ৩৬৬০।
[৩]. তিবরানী, আল-মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং- ৫৬০৬, ইমাম আলবানী তার সিলসিলা সহীহায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ৫/৫৮, হাদীস নং ২০৩৬।

আহলে বাইত ও সাহাবীগণের ব্যাপারে মুসলমানদের আকীদা

নি:সন্দেহে হাশিমী বংশের নসবনামা শ্রেষ্ঠ বংশনামা। মুমিনের অন্তরে বনী হাশিমের জন্য ভালবাসা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসারই অনুগামী। এটি এমন এক আবশ্যকীয় বিষয় যার কারণে একজন মুসলিম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান পান। তাঁদের প্রতি ভালবাসার কারণ, তাঁদের ইসলাম গ্রহণ, মর্যাদা, অগ্রগামিতা, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈকট্য এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাঁদের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান ও বিভিন্ন অসীআত।

তাঁদের ব্যাপারে মানুষ সাধারণত: দুই শ্রেণীতে বিভিক্ত। একদল তাঁদের মর্যাদাকে অবহেলা করে, অন্যদল তাঁদের মর্যাদা নিয়ে কট্টর অবস্থানে রয়েছে। এ বিষয়ে কঠোরতা ও শিথিলতা থেকে দূরে থেকে ন্যায়সঙ্গত কথা হল তাঁদের প্রতি ভালোবাসা ওয়াজিব। এটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসার একটি অংশ। অতএব এ বিষয়ে সীমালংঘন নিন্দনীয়। উম্মাহাতুল মুমিনীন যাঁরা দুনিয়া ও আখিরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী তাঁরাও আহলে বাইতের অর্ন্তভুক্ত। আহলে বাইতের সকলের মহান মর্যাদা ও উত্তম নৈতিকতা সত্ত্বেও তাঁদের কেউ কেউ বিভিন্ন দৃষ্টিতে তাঁদের অন্যদের চেয়ে সম্মানিত। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর অন্য কারো নিস্পাপ হওয়ার ঘোষণা নেই।

আহলে বাইতে অর্ন্তভুক্ত হওয়ার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত:

- ইসলামের উপর দৃঢ়পদ থাকা। যদি ঐ বংশের কেউ কাফের হয় তবে তার জন্য কোন ভালোবাসা বা নেতৃত্ব নেই। যদি বংশগত নৈকট্য কোন কাজে আসত তবে অবু লাহাবের ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম কাজ দিত।

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়াতের অনুসারী হতে হবে। যেমন সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, "সবধান! আমার পূর্বপুরুষের বংশধর আমার বন্ধু নয়। নিশ্চয় আমার বন্ধু হলেন আল্লাহ ও সৎ মুমিনগণ।"[১]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের যেসব আলিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশের প্রতি এই ভালোবাসাকে ওয়াজিব হিসেবে বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য, ইমাম তাহাভী (মৃত্যু- ৩২১ হি:) তারঁ বিখ্যাত আকীদা গ্রন্থে, ইমাম বারবাহারী (মৃ-৩২৯), আজরী (মৃ- ৩৬০ হি:) তাঁর শরীআত গ্রন্থে, ইসফারাইনী (মৃ- ৪৭১ হি:), কাহতানী (মৃ- ৩৭৮ হি) তাঁর নাওনিয়াহ গ্রন্থে। এ কথার উপর একমত হয়েছেন ইব্ন কুদামা আল-মুকাদ্দাসী (মৃত্যু- ৬২০ হি) তাঁর লামআতুল ইতিকাদ গ্রন্থে, শায়খুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়া

[১]. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২১৫, কিতাবুল ঈমান।

(মৃ- ৭২৮ হি:) তাঁর "আল ওয়াসিতিয়্যাহ" গ্রন্থে, ইব্ন কাসীর দামেশকী (মৃ– ৭৭৪ হি) তাঁর তাফসীরে, ইয়ামানের মন্ত্রী মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম (মৃ- ৮৪০ হি) তাঁর 'ইছারুল হক আলাল খালক' গ্রন্থে, সিদ্দীক হাসান খান (মৃ- ১৩০৭ হি) তাঁর 'আদ্দীনুল খালিস' গ্রন্থে, আব্দুর রহমান ইব্ন নাসির আল-সাদী (মৃ- ১৩৭৬ হি) তাঁর 'তানবিহাতুল লতিফা' গ্রন্থে এবং আরও অনেকে।[১]

সাহাবী কারা?

হাফিজ ইব্ন হাজর বলেন, এ বিষয় সর্বাধিক শুদ্ধ যে মতটি আমি গ্রহণ করেছি তা হল, সাহাবী ঐ ব্যক্তি যিনি মুমিন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত পেয়েছেন এবং ইসলামের উপরেই ইন্তিকাল করেছেন।[২]

এই সংজ্ঞার আলোকে আহলে বাইতের যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেয়েছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁরা সাহাবীও। এ কারণে অনেক গ্রন্থে আহলে বাইতকে সাহাবীদের থেকে পৃথক না করে সাহাবীদের আলোচনায় তাঁদেরকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

সাহাবীগণের মর্যাদার অনেক প্রমাণ রয়েছে, তার মধ্যেঃ

আল্লাহর বাণী:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি, মানবতার কল্যাণেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে।"[৩] এ আয়াতে অর্ন্তভুক্তির সর্বাধিক যোগ্য যদি সাহাবাগণ না হন তাহলে কে হবেন?

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

"এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত করেছি।"[৪] মধ্যমপন্থীরা মানুষের মধ্যে ভাল হিসেবে বিবেচ্য। আর সাহাবীগণ (যাঁদের মধ্যে আহলে বাইতও শামিল) এই আয়াতে অর্ন্তভুক্তির জন্য এই উম্মাতের সর্বাধিক যোগ্য।

لَّقَدْ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾

[১]. ইসতিজলাক ইরতিকাউল গারফ, পৃষ্ঠা- ১৬৫-১৭৮ (সংক্ষেপিত)।
[২]. আল-ইসাবা, পৃষ্ঠা-৮।
[৩]. সূরা আলে ইমরান: ১১০।
[৪]. সূরা আল-বাকারা: ১৪৩।

" আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ্ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অত:পর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কার হিসেবে আসন্ন বিজয় দিলেন।"[১]

আল্লাহ যার উপর খুশী হয়েছেন তিনি সন্তুষ্টির সব কার্যকারণের যোগ্য। অতএব আল্লাহ কখনও তাঁদের উপর অসন্তুষ্ট হবেন না। কেননা আল্লাহই অদৃশ্যের খবর রাখেন এবং তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন এমন কোন সম্ভাবনা নেই। তিনি আরও বলেন:

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٠٠

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা উত্তমভাবে তাঁদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ্ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাঁদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এমন সব জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তাঁরা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা।"[২]

আল্লাহর বাণী:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسۡبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٦٤

"হে নবী, আপনার এবং যেসব মুসলমান আপনার অনুসরণ করছেন সবার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।"[৩] তিনি আরও বলেন:

لِلۡفُقَرَآءِ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأَمۡوَٰلِهِمۡ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ٨

"এই ধন-সম্পদ হিজরাতকারী নি:স্বদের জন্যে, যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিলাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী।"[৪]

---

[১]. সূরা আল-ফাত্হ: ১৮।
[২]. সূরা আত্ তাওবা: ১০০।
[৩]. সূরা আল-আনকাল: ৬৮।
[৪]. সূরা আল–হাশর: ৮।

আল্লাহ তাঁদেরকে সত্যবাদী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে সত্যবাদী হিসেবে বিশেষিত করা এ প্রমাণ বহন করে যে, তাঁরা মুনাফিক ছিলেন না।

যদি তাঁদের হিজরত, জিহাদ, জান-মালের কুরবানী, পিতা-পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, দ্বীনের ব্যাপারে পারস্পারিক উপদেশ প্রদান, ঈমানী শক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস ইত্যাদি অবদান নাও থাকতো তবুও তাঁদের মর্যাদাই তাঁদের জন্য যথেষ্ট ছিল।

পবিত্র সুন্নাহে তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

আব্দুল্লাহ ইব্ন মাগফাল রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমরা সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর! আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমার পরে তাদেরকে তোমরা স্বার্থ হিসেবে ব্যবহার করবে না। যে তাঁদেরকে ভালবাসবে সে যেন আমার ভালবাসার খাতিরেই তাঁদেরকে ভালবাসে। আর যে তাঁদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয় সে যেন আমারই কারণে তাদেরকে অপছন্দ করে। যে তাঁদেরকে কষ্ট দিল সে যেন আমাকে কষ্ট দিল আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহকে কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দিল সে তার পাকড়াওকে ত্বরিত করল।[১]

আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিও না, তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিও না। ঐ সত্তার শপথ! যাঁরা হাতে আমরা প্রাণ, যদি তোমাদের কেউ ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তবুও তাঁদের মর্যদার এক বা অর্ধ মুদ[২] পরিমাণও পৌছাতে পারবে না।[৩]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির বর্ণনায় এসেছে সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ। অত:পর যারা এরপর আসবে....।[৪]

বাহায ইব্ন হাকীম তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, সবধান! তোমরা সত্তরটি জাতিতে পরিণত হবে এবং আল্লাহর নিকট তোমরই সবার মধ্যে উত্তম ও সম্মানিত।[৫]

---

১. সুনানে তিরমিজী, হাদীস নং- ৩৮৬২, বাবু মান সাব্বা আসহাবুন নাবী।
২. হাতের এক মুষ্ঠি বা এক মুঠ।
৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৫৪০, কিতাব ফাদাইলুস সাহাবা।
৪. সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ৩৬৫০, কিতাবু ফাদাইল আসহাবুন নবী; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৫৩৩, কিতাবু ফাদাইলুস সাহাবা।
৫. মুসনাদে ইমাম আহমদ, হাদীস নং- ২০০৪১।

শ্রেষ্ঠ নবীর সাহাবীগণের ব্যাপারে মুসলমানদের আকীদা

পূর্বে উল্লেখিত কুরআন ও সুন্নাহের প্রমাণ ও এতদ ভিন্ন অনুল্লেখিত প্রমাণের ভিত্তিতে মুসলমানগণ শ্রেষ্ঠ নবীর সাহাবীগণের ব্যাপারে আকীদা পোষণ করে যে, তাঁরা নবীগণের পর আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর সাহাবীগণের মনোনয়নের ভিত্তিতে আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর খিলাফাতকে সাব্যস্ত করেন। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাঁকে (সালাতের ইমামতির জন্য) মনোনীত করার কারণে। অতঃপর আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর পর তাঁরই মনোনীত উমর রাদি আল্লাহু আনহুর খিলাফাত। অতঃপর উমর রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক মনোনীত পরামর্শ সভার সদস্যগণের ও মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমতের ভিত্তিতে উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর খিলাফাত। অতঃপর আলী রাদি আল্লাহু আনহুর খিলাফাত ও তাঁর কাছে বাইয়াত গ্রহণ। যে বাইয়াত গ্রহণ করেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দুই সাহাবী আম্মার ইব্ন ইয়াসার ও সাহাল ইব্ন হানীফ এবং তাঁদের অনুকরণ করেন অন্যান্য সাহাবী।

তাঁরা সহাবীগণের মর্যাদা সম্পর্কে তাই বলেন, যা আল্লাহ বলেছেন:

لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ

" আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করল।"[১]

তিনি আরও বলেছেন:

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা উত্তমভাবে তাঁদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ্ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।"[২]

আল্লাহ তাআলা যাঁদের জন্য তাঁর সন্তুষ্টি নির্ধারণ করেছেন পরবর্তীতে তাঁদের থেকে এমন কিছু প্রকাশ পায়নি যার কারণে আল্লাহর অসন্তুষ্টি আবশ্যক হয়। কিন্তু ইহসানের শর্ত ব্যতীত তাবেঈদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি আবশ্যকীয়ভাবে সাব্যস্ত হয়নি। অতএব তাঁদের পরে যেসব

[১]. সূরা আল-ফাত্হ: ১৮।
[২]. সূরা আত্ তাওবা: ১০০।

তাবেঈর আগমন হয়েছে ইহসান না থাকলে তাদের এ যোগ্যতার ঘাটতি থেকে যায় বিধায় তাঁরা এর অন্তর্ভুক্ত হয় না।[১]

তাঁদের প্রসঙ্গে হাসান বসরী (রহ) চমৎকার বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছেন। তার কাছে তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তাঁদের হত্যার অর্থ এমন মানুষকে হত্যা করা যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহাবীগণকে দেখেছেন অথচ আমরা তাঁদেরকে দেখিনি। তাঁরা প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছেন অথচ আমরা মূর্খই রয়ে গেছি। তাঁরা যে বিষয়ে একমত হয়েছেন আমরা তা অনুসরণ করেছি। তাঁরা যে বিষয়ে মতভেদ করেছেন আমরা যে সম্পর্ক নীরব থেকেছি।

পূর্ববর্তী আলিমগণ প্রথম ফিতনা (আলী রাদি আল্লাহু আনহুর সময়কালে মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন যুদ্ধ) সম্পর্কে মন্তব্য না করাকে শ্রেয় নির্ধারণ করে বলেন, "ঐসব রক্ত থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদের হাতকে পবিত্র করেছেন, সেহেতু আমরা আমাদের জিহ্বাকে কুলষিত করব না।[২]

আমাদের জন্য তাঁদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। আল্লাহর বাণী:

رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠

"হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং ঈমানে আগ্রগামী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি দয়ালু, পরম করুণাময়।"[৩]

১. আবু বাকর ইসমাঈলী, ইতিকাদু আইম্মাতুল হাদীস: ১/১৭; ইব্ন কুদামা আল-মুকাদ্দাসী, লামআতুল ইতিকাদ: ১/১৭১।
২. আওনুল মা'বুদ, ১২/ ২৭৪।
৩. সূরা আল-হাশর: ১০।

আহলে বাইতের কতিপয় সদস্য যাঁরা সাহচর্য ও বংশীয় সম্মানে ভূষিত

আহলে বাইতের যাঁরা একাধারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী ও বংশগত দিক থেকে নৈকট্যের অধিকারী তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম নিচে উল্লেখ করা হল:

পুরুষের মধ্যে রয়েছেন আব্বাস ও হামযাহ ইব্ন অব্দুল মুত্তালিব, জাফর ও আলী ইব্ন আবু তালিব, আবু সুফিয়ান, নওফেল, রবিয়াহ, উবাইদা যাঁরা সকলে হারিছ ইব্ন আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান, আব্বাস ইব্ন অব্দুল মুত্তালিবের কতিপয় সন্তান ও অকিল ইব্ন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহুম ।

নারীদের মধ্যে রয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যাগণ তথা ফাতিমা, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম, যয়নাব । তাঁর মেয়ের মেয়ে (নাতনী) আলী ইব্ন আবু তালিবের দুই কন্যা উম্মে কুলসুম ও যয়নাব । তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে রয়েছেন খাদিজা, সাওদা, আয়িশা, হাফসা, যয়নব বিন্ত খুযায়মা, উম্মে সালমা হিন্দ বিন্ত আবী উমাইয়া, যয়নব বিন্ত জাহাশ, যুয়াইরিয়া, উম্মে হাবীবা রমলা বিন্ত আবু সুফিয়ান, সাফিয়া বিন্ত হুই ইব্ন আখতাব, মায়মুনা বিন্ত হারিছ । তাঁর ফুফুদের মধ্যে সাফিয়া, আরওয়া ও আতিকা । তাঁর চাচাত বোনের মধ্যে রয়েছেন উম্মে হানি বিন্ত আবু তালিব ও দারাহ বিন্ত আবু লাহাব এবং অন্যান্য ।[১]

১ . এ বিষয়ে কেউ বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন:

ক. মুসাইদ সালিম আল-আব্দ আল-জাদির, মাআলী আর্ রতব লিমান জামাআ বাইনা শরফাইস সুহবাহ ওয়ান নাসাব ।

খ. আবু মুআজ ইসমাঈলী: আল-আসমা ওয়াল মুসাহারাত ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে আহলে বাইতের প্রশংসা

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরটি তাঁর বান্দাদের অন্তরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ জন্য তাঁকে নিজের জন্য বাছাই করলেন এবং রিসালতের দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে প্রেরণ করলেন। অত:পর তিনি অন্যান্য বান্দার অন্তরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন । তিনি সাহাবীগণের অন্তরগুলো তাঁর বান্দাদের অন্তরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে পেলেন বিধায় তাঁদেরকে তাঁর নবীর সতীর্থ হিসেবে মনোনীত করলেন। যারা তাঁর দ্বীনের হিফাযতের জন্য সংগ্রাম করবে।[১]

মহামহিম আল্লাহ সপ্ত আসমান থেকে তাঁদের প্রশংসা করে বলেন:

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা উত্তমভাবে তাঁদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ্ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাঁদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এমন সব জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তাঁরা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা।"[২]

এ আয়াতে মুহাজির আনসার ও সৎভাবে যারা তাঁদের অনুকরণ করবে তাঁদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির ঘোষণা এবং মহাসফলতা ও বিভিন্ন নিয়ামতে পূর্ণ জান্নাতে স্থায়িত্বের সুসংবাদ এসেছে।

এই সন্তুষ্টির ঘোষণার পরও কোন জিহ্বা তাঁদেরকে অভিশাপ দিতে পারে বা তাঁদের সম্পর্কে খারাপ কিছু বলতে পারে? এমন কোন সুস্থ বিবেক কি রয়েছে যে তাঁদেরকে হেয় করতে বা তাঁদের সম্পর্কে সন্দেহ সংশয় তৈরির উদ্দেশ্যে বিষাক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করতে পারে? অথচ মহান আল্লাহ ওয়াদা করে বলেন - যিনি তার ওয়াদা ভঙ্গ করেন না - তাঁরা অচিরেই দুনিয়া ত্যাগ

[১]. এটি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীস যা ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং ৩৬০০। ইমাম আজলুনী তাঁর কাশফুল খিফা গ্রন্থে ও আলবানী তার শরহ আকীদা তাহাভীতে হাদীসটিকে হাসান হদীস বলেছেন।

[২]. সূরা আত্ তাওবা: ১০০।

করবেন জান্নাতের উদ্দেশ্যে। যার নিচ দিয়ে প্রস্রবণ প্রবাহিত হচ্ছে, সেখানে তাঁরা অনন্তকাল অবস্থান করবে এবং তারাই সফল।

ঐ ব্যক্তি সত্যবদী যিনি বলেছেন, সম্মানী ব্যক্তির সম্মান সম্মানী ব্যক্তি ছাড়া দিতে জানে না। এ কারণেই সাহাবীগণের মর্যাদা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে তাঁদের অবস্থান অবগত হওয়ার ব্যাপারে আহলে বাইতই অগ্রগামী ছিলেন।

সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে
ইমাম আলী ইব্ন আবু তালিব ও তাঁর অনুচরগণের প্রশংসা

আলী রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর ভাইদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীদের দেখেছি, তোমাদের কাউকেও তাঁদের সাদৃশ দেখি না। তাঁরা সকালে উপনীত হতেন আলুথালু ধুলিময় অবস্থায়, রাত্রিযাপন করতেন সিজদা ও নামাযরত অবস্থায় এবং সন্ধ্যায় গমন করতেন তাদের ললাটে ভর করে, তাঁরা হজ্জে জামরাহে (মীনায় শয়তানকে পাথর মারার স্থান) অবস্থানের মত বিছানায় অবস্থান করতেন। দীর্ঘ সিজদার কারণে মনে হত তাঁদের চক্ষুগুলোর মধ্যে যেন চলন্ত জানু[১] রয়েছে। তাঁরা যখন আল্লাহর যিক্‌র করে তাদের দুচোখে অশ্রুসিক্ত হয় এমনকি তা কোটরে ঢুকে পড়ে। তাঁরা আল্লাহর শাস্তির ভয়ে ও তাঁর প্রতিদান পাওয়ার আশায় সর্বদা নুয়ে থাকত যে ভাবে ঝড়ের দিনে গাছগুলো নুয়ে যায়।[২]

আলী রাদি আল্লাহু আনহু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ঐ ব্যাক্তির জন্য সুসংবাদ যে আমাকে দেখেছে, অথবা যে আমাকে দেখেছে তাকে দেখেছে, অথবা যে ঐ ব্যক্তিকে দেখেছে যে আমাকে যারা দেখেছে তাঁদেরকে দেখেছে।[৩]

অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন (নূন্যতম সাহচর্য) বরং যাঁরা তাদেরকে দেখেছে, এমনকি যারা সাহাবীদেরকে দেখেছে তাঁদেরকে দেখেছে তাঁদেরকে দেখেছে তাঁদের মহান মর্যাদা সাব্যস্ত হওয়া সত্বেও আমরা কিভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রশংসিত এই প্রজন্মের বিরুদ্ধে কথা বলার দুঃসাহস দেখাই?!

---

[১]. জলন্ত জানু বলতে আলী রাদি আল্লাহু আনহু বুঝাতে চেয়েছেন, মানুষ চলাচল করলে তার হাটুর কার্যকারিতা সবচেয়ে বেশি থাকে। অর্থাৎ তাঁদের দীর্ঘ সিজদার কারণে তাঁদের নিদ্রাহীনতাও দীর্ঘ হয়। যেন তাঁদের চোখের মধ্যে কেমন একটি রূঢ় অংশ রয়েছে যা সব সময় চলমান এবং তা তাঁদের ঘুম ও আরাম থেকে বিরত রাখে।

[২]. নাহজুল বালাগাহ, পৃ: - ১৪৩।

[৩]. আল-মাজলিসী, বাহহারুল আনওয়ার, ২২/৩১৩; ইব্নে শায়েখ, আমালী, পৃ- ২৮১-২৮২।

আলী রাদি আল্লাহু আনহু নিজের ও অন্যান্য সাহাবীর অবস্থা এবং শত্রুর সম্মুখে তাঁদের বীরত্বের বর্ণনা প্রদান করে বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে আমাদের পিতা, আমাদের সন্তান, আমাদের ভাই, আমাদের বাচ্চাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম। এটি আমাদের ঈমান, প্রশান্তি ও সত্য পথে নিরবিচ্ছিন্নতা, দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ, শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দীপনা বৃদ্ধি করত। আমাদের থেকে একজন এবং আমাদের শত্রুদের থেকে একজন দুই শক্তিধর পুরুষ একজন অন্যজনের বিরুদ্ধে লড়াই করত কে অপরজনকে পরাভূত করে নিয়তির কোলে ঠেলে দিতে পারে। কখনও এ ফলাফল আমাদের পক্ষে কখনও আমাদের শত্রুদের পক্ষে যেত। অতঃপর যখন আল্লাহ তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের সততা লক্ষ্য করেন তখন তিনি আমাদের শত্রুদের উপর লাঞ্ছনা ও আমাদের উপর সাহায্য অবতীর্ণ করেন। এভাবেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্ন অঞ্চলে তার প্রসার সম্ভব হয়। আমার জীবনের শপথ! হায়রে আমরা যদি তোমাদের (অর্থাৎ সাহাবীদের) মত (দ্বীন প্রতিষ্ঠায়) অবদান রাখতে পারতাম! যে অবদান না থাকলে দ্বীনের স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হত না। ঈমানের মাপকাঠি সবুজ হত না বরং আল্লাহর কসম! অংশীবাদ আমাদের রক্ত দহন করে নিত এবং আমরা লাঞ্ছিত হয়ে তারাই অনুসরণ করতাম।[১]

এই তো তিনি উমার ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহুকে রোম যুদ্ধের ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করার পর তাঁকে সম্বোধন করে বলছেন, আপনি যদি স্বশরীরে এই শত্রুদের মুকাবেলায় যান এবং তাদের মুখমুখী হওয়ার পর কোন বিপদে পড়েন এমতাবস্থায় আপনি মুসলমানদের আশ্রয়স্থল হিসাবে অবশিষ্ট থাকতে তাদের রাজ্য জয় করার কোন বিকল্প থাকবে না। কেননা আপনার পর তাঁদের এমন কোন প্রত্যাবর্তনস্থল বাকি থাকবে না যার প্রতি তাঁরা প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব আপনি যুদ্ধে পারদর্শী একজনকে প্রেরণ করুন এবং তাকে একদল সমরকৌশলী ও পরামর্শক বেষ্টিত করুন। আল্লাহ যদি আপনাকে বিজয় দান করেন তবে সেটি তো তাই যা আপনি পছন্দ করছেন আর যদি অন্য কিছু (পরাজয়) হয় তবে আপনি অন্তত মানুষের আশ্রয়স্থল ও মুসলমানদের প্রত্যাবর্তনস্থল হিসেবে অবশিষ্ট থাকবেন।[২]

তিনি উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহুকে সম্বোধন করে আরও বলেন, আপনি ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু হন ও আপনার (সেনাপতিত্বে) অভিযান আরবের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখুন। আপনি না যেয়ে সেখানে (পারস্যে) সৈন্য প্রেরণ করুন। কেননা আপনি যদি এই ভূখণ্ড থেকে চলে যান তবে আরব জাতিসমূহের উপর আপনার কর্তৃত্ব বিভিন্ন দিক থেকে ভেঙ্গে পড়বে। আর তখন আপনার অধীনে যা আছে তার চেয়ে আপনার পিছনের অন্তরালের বিষয়

[১]. নাহজুল বালাগাহ, পৃ-১০৫, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমলে তাঁদের যুদ্ধের বর্ণনা প্রসংগে তাঁর বাণী সংক্রান্ত অধ্যায়।

[২]. নাহজুল বালাগাহ, খুতবা নং ১৩৪।

বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাবে। সকালে উঠে যদি অনারবীরা আপনাকে দেখে তারা বলবে, এতো খাঁটি আরবী যখনই তাকে কর্তন করতে পারবে তখনই তোমরা শান্তি পাবে। অতএব আপনার ব্যাপারে তাদের উম্মত্ততা ও আগ্রহের কারণে সে পরিস্থিতি আরও গুরুতর হবে।[১]

উমর ইবন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহুর ইন্তিকালের পর তাঁর প্রশংসা করে তিনি বলেন, "উনি আল্লাহর জন্য কত উত্তম কাজই না করেছেন! তিনি এক অবাধ্য জাতিকে সুগঠিত করেছেন, মুর্খতার আসল কারণ নির্ণয় করে তার চিকিৎসা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত বাস্তবায়ন করেছেন এবং যাবতীয় ফিতনাকে পিছে ফেলেছেন।[২] চলে গেলেন অধিক পূণ্য অর্জনকারী, কম ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তি যিনি দুনিয়ার ভাল দিকগুলো অর্জন করেছিলেন এবং খারাপ দিকগুলো অতিক্রম করেছিলেন। যথাযথভাবে আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর তাকওয়া পালন করে গেছেন। তিনি চলে গেলেন এবং মানুষের জন্য রেখে গেলেন ডালপালা বিশিষ্ট পথ যাতে পথভ্রষ্ট ব্যক্তি সুপথ পায় ও পথপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিশ্চিত থাকে।[৩]

ইব্ন আবু হাদীদ[৪] তার নহজুল বালাগাহ এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে এ বাক্যের ব্যাখ্যায় বলেন, "বর্ণিত আছে উনি আল্লাহর জন্য কত কাজই না করেছেন! এখানে উনি বলতে উমর ইব্ন খত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু। আমি রেজা আবুল হাসানের[৫] হস্তলিখিত একটি পাণ্ডুলিপি পেয়েছি যিনি 'নাহজুল বালাগাহ' এর সংকলক ছিলেন। উক্ত পাণ্ডুলিপিতে উনি শব্দের নিচে উমর লেখা রয়েছে। কবি ফাখার ইব্ন মাআদ মাওসুয়ী আমাকে এ বর্ণনা প্রদান করেছেন।[৬]

আলী ইব্ন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহু উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসায় আরও বলেন, তাঁদের শাসক বন্ধু ছিলেন। তিনি এমন অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন যে, দ্বীন সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৭]

---

[১]. নাহজুল বালাগাহ, খুতবা নং ১৩৪, পৃ- ১৪৬।

[২]. অর্থাৎ ফিতনা গুলো এভাবে অতিক্রম করেছেন যে, তা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি বা তিনি তা স্পর্শ করেননি।

[৩]. নাহজুল বালাগাহ, পৃ- ২২২।

[৪]. তাঁর নাম ইযযুদ্দীন আব্দুল হামিদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আবু হাদীদ আল-মাদাঈনী। তিনি সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। নাহজুল বালাগাহর সবচেয়ে বড় ব্যাখ্যাগ্রন্থ তার প্রণীত। এছাড়া তার সাতটি মহাকাব্য রয়েছে। তাঁর জন্ম ৫৮৬ হিজরীতে এবং মৃত্যু ৬৫৫ হিজরীতে বাগদাদে। শেখ আব্বাস আল-কুম্মী তার জীবনী লিখেছেন ও তার প্রশংসা করেছেন। দ্রষ্টব্য: আল-কুনী ওয়াল আলকাব: ১/১৯২।

[৫]. রেজা আবুল হাসান ছিলেন মুহাম্মদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন মুসা ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুসা আল-কাজেম। তিনি আলিম ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর জন্ম ৩৫৯ হিজরী ও মৃত্যু ৪৫৬ হিজরী। শেখ আব্বাস আল-কুম্মী তার জীবনী আলোচনা করেছেন। দ্রষ্টব্য: আল-কুন্নী ওয়াল আলকাব: ২/২৭২।

[৬]. ইব্ন আবু হাদীদ, শরহ নাহজুল বালাগাহ, ১২/৩।

[৭]. নাহজুল বালাগাহ, ৪/১০৮।

মুহম্মদ ইবন আবু হাদিদ বলেন : আলী রাদি আল্লাহু আনহুর বাণীতে বর্ণিত جران (জিরান) বলা হয় উটের খড়ের সম্মুখভাগকে এবং শাসক হলেন উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু।[১]

ইমাম আহম্মদ মুহম্মদ ইবন হাতিব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি আলী রাদি আল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর বাণী-

إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ

অর্থাৎ "যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে"[২] তাদের মধ্যে উসমানও অন্তর্ভুক্ত।[৩]

মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া থেকে বর্ণিত রয়েছে আলী রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে এ খবর পৌঁছে যে, আয়িশা রাদি আল্লাহু আনহা খোলা ময়দানে উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর হত্যাকারীকে অভিশাপ দিয়েছেন। তখন তিনি তার দুহাত তুললেন এমনকি তার হস্তদ্বয় তার মুখমণ্ডল বরাবর উঠল। অতঃপর তিনি বললেন, আমি সমতলভূমি ও পর্বতভূমিতে উসমানের হত্যাকারীকে অভিশাপ দিচ্ছি। তিনি এ কথা দুইবার অথবা তিনবার বলেন।[৪]

উমর ও আলী রাদি আল্লাহু আনহুর মধ্যকার এ পবিত্র ও গভীর সম্পর্ক আলী রাদি আল্লাহু আনহুর কন্যা উম্মে কুলসূমকে উমর রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে বিবাহের কারণে নয়। যে বিবাহের বর্ণনা জীবনী, ইতিহাস, বংশনামা, জীবনচরিত, হাদীস ও ফিকাহর গ্রন্থাবলীতে এসেছে।[৫]

মালিক আশতার নাখায়ী[৬] ইতিহাস গ্রন্থাবলীর বর্ণনা অনুসারে যিনি ছিলেন আলী ইবন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহুর নিকটতম অনুচর। তিনি আবু বকর ও উমর রাদি আল্লাহু আনহুমার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, মহান আল্লাহ তার প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

---

১. শরহ নাহজুল বালাগাহ: ২০/২১৮।

২. সূরা আল-আম্বিয়া: ১০১।

৩. ফাদাইলুস সাহাবা, হাদীস নং- ৭৭১।

৪. ফাদাইলুস সাহাবা, হাদীস নং- ৭৩২।

৫. এই বিবাহ ঐ কল্পকাহিনীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যে কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে, উমর রাদি আল্লাহু আনহু ফাতেমা রাদি আল্লাহু আনহাকে লথি মারেন ফলে তার গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। প্রিয় পাঠক! আপনি নিজেই চিন্তা করুন, যদি কোন ব্যক্তি আপনার স্ত্রীকে লাথি মারে এবং আপনার সন্তান হত্যার কারণ হয় আপনি কি তার সাথে আপনার মেয়ে বিবাহ দিবেন? তাকে আপনার জামাতা বানিয়ে খুশি হবেন? এমনকি তার নামে আপনার ছেলের নাম রাখবেন? এই ঐতিহাসিক বাস্তবতার বিষয়ে বিস্তারিত অধ্যায়নের জন্য দ্রষ্টব্য: 'যাওয়াজ উমর ইব্ন খাত্তাব মিন উম্মে কুলসূম বিন্ত আলী হাকীকাতুন লা ইফতারা, লেখক- প্রফেসর সাইয়্যেদ আহমদ ইবরাহীম (আবু মুয়াজ ইসমাঈলী)।

৬. তিনি ছিলেন মালিক ইবন হরিস আশতার নখায়ী। আব্বাস কুম্মীর মতানুসারে নাখাঈ ইয়ামেনের মাজহাজ এলাকার একটি বড় গোত্র। যার নাম অনুসারে এই গোত্রের নামকরণ করা হয় তিনি হলেন জাসর ইব্ন আমর ইব্ন ইল্লাহ ইব্ন জলিদ ইব্ন মালিক ইব্ন আদদ। দ্রষ্টব্য- আল কুন্নী ওয়াল আলকাব, ৩/২৪৪।

আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে এই উম্মতকে সম্মানিত করেছেন। তিনি তার বাণী একত্রিত করেছেন এবং মানুষের জন্য প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ যতদিন চেয়েছেন ততদিন তিনি মানুষের মধ্যে অবস্থান করেছেন। এরপর আল্লাহ তাঁকে নিজ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর জান্নাতে নিয়ে গেছেন। অতঃপর তিনি এমন একটি সৎ জাতিকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছেন যারা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী কাজ করেছেন। তাঁরা যে সৎ আমল করেছেন তার বিনিময়ে আল্লাহ তাঁদের উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।[১]

তিনি অন্য একটি খুতবায় বলেন, হে মানব মণ্ডলী! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের মধ্যে তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাঁর উপর এমন এক কিতাব অবতীর্ণ করেন যাতে হালাল, হারাম, ফরয, সুন্নাত সব কিছুর বর্ণনা রয়েছে। অতঃপর তিনি তাঁকে তাঁর কাছে নিয়ে গেছেন। এমন পরিসরে যে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর আবু বকরকে মানুষের জন্য খলিফা বানিয়েছেন, তিনি রাসূলের জীবনচরিত অনুযায়ী চলেছেন ও তাঁর সুন্নত অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছেন। অতঃপর আবু বকর উমরকে স্থলাভিষিক্ত করেছেন তিনিও সেই সুন্নাত অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছেন।[২]

ইমাম আব্দুল্লাহ ইব্ন অব্বাস রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা

উম্মাতের প্রাজ্ঞ ও তরজমানুল কুরআন আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের সর্ম্পকে বলেন: মহান আল্লাহ -যাঁর প্রশংসা মহান ও নামসূমহ পবিত্র- তাঁর রাসূলের জন্য এমন সব সাথী নির্ধারণ করেছেন যাঁরা নিজেদের জান মালের উপর তাঁকে (রাসূলকে) প্রাধান্য দেন। সর্বস্থায় তাঁর সাথে জীবন দিয়ে সংগ্রাম করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁদের গুণাবলী বর্ণনা করে বলেন:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ

[১]. ইবন আসাম, আল ফুতুহ: ১/৩৮৫।
[২]. ইবন আসাম, আল ফুতুহ: ১/৩৯৬।

ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنۡهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمَۢا ٢٩

"মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবে। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন। তওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের উদাহরণ, যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অত:পর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে চাষীকে আনন্দে অভিভুত করে যাতে আল্লাহ্ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।"[১]

দিয়েছেন।"[১]

তাঁরা দ্বীনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন, মুসলমানদেরকে ইজতিহাদ করার নসিহাত করেছেন যাতে এর পদ্ধতিসমূহ মার্জিত হয়, এর কারণগুলো শক্তিশালী হয় এবং আল্লাহর সর্বভৌমত্ব প্রকাশিত হয়। তাঁর দ্বীন স্থায়ী হয়, এর নিদর্শনগুলো স্পষ্টমান হয় এবং তাঁদের মাধ্যেমে শিরক অপদস্ত হয়, এর মূলোৎপাটন হয়, এর ঠেকসমূহ ধূলিত হয় এবং আল্লাহর বাণী উচ্চ হয় ও কাফিরদের কথা পদানত হয়। অতএব ঐ সব পরিশুদ্ধ অন্তর ও পবিত্র আত্মার উপর আল্লাহর সালাত (দয়া), তাঁর রহমত ও বরকত। তাঁরা তাদের জীবদ্দশায় আল্লাহর বন্ধু ছিলেন এবং মরণের পর আল্লাহর বান্দাদের জন্য নসিহতকারী হিসেবে জীবন্ত রয়েছেন। আখিরাতে পৌছাঁর পূর্বেই তাঁরা এর প্রতি ধাবিত হয়েছেন এবং তাঁরা তখনও সেখানে ছিলেন।[২]

এসব গুণাবালী যা দ্বারা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহু সাহাবীগণকে গুণান্বিত করেছেন এর সব কিছুই তাঁদের চারিত্রিক গুণাবলী ও উত্তম প্রশংসা যা তাঁরা একে অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন। তাঁর বর্ণিত গুণের আলোকে তাঁদের বৈশিষ্ট্য হল, মহান আল্লাহ তাঁদেরকে তাঁর নবীর সাহচর্যের জন্য নির্বাচন করেছেন এবং এর মাধ্যমে তাঁদেরকে সম্মানিত করেছেন। তাঁরা নিজেদের জান ও মালের উপর তাঁকে প্রাধন্য দিতেন। তাঁরা একনিষ্ঠ দ্বীন ইসলামের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। উম্মতকে নসীহত করেছন, ইসলাম প্রচার ও তার

[১]. সূরা অল-ফাত্হ: ২৯।
[২]. মারওয়াজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওয়াহির: ৩/৭৫।

অবলম্বনকে সুবিন্যাস্ত করার জন্য কঠিন সাধনা করেছেন। যাতে পৃথিবীতে ইসলাম স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁদের মাধ্যমে শির্ক ও মুশরিকদের পদানত করেছেন, এর মূলোৎপাটন করেছেন ও এর বিভিন্ন অবলম্বন মুছে ফেলেছেন। তাঁদের মাধ্যমে অসত্যকে পরাভূত করেছেন, এরই মাধ্যমে তাঁদের অন্তর পরিশুদ্ধ হয়েছে, তাঁদের হৃদয় পবিত্র হয়েছে। তাঁরা দুনিয়ার জীবনেই আল্লাহর বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন। অতএব তাঁদের সকলের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি।

তিনি উসমান ইব্ন আফ্ফান রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা করে বলেন "আল্লাহ আবু আমরের উপর রহম করুক। খোদার কসম তিনি ছিলেন সম্মানিত অত্মীয়তাকারী, উত্তম সাহয্যকারী, রাত জাগরণকারী, দোযখের আলোচনার সময় অধিক ক্রন্দনকারী। সব ধরনের উত্তম কাজে আধিক সজাগ, দানের ক্ষেত্রে অগ্রগামী, প্রিয়পাত্র, উচ্চাভিলাষী, ওয়াদাপালনকারী, অভাবের দিনের সাথী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামাতা।[১]

যায়িদ ইব্ন সাবিত রাদি আল্লাহু আনহু ইন্তিকাল করলে তাঁর সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ শপথ! তাঁর সাথে সাথে অনেক জ্ঞানও দাফন হল।[২]

ইমাম আলী ইব্ন হুসাইনের প্রশংসা

ইমাম আলী ইব্ন হুসাইন (যায়নুল আবিদীন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীদের স্মরণ করতেন এবং তাওহীদের দাওয়াত সম্প্রসারণ ও বান্দার কাছে আল্লাহর রিসালাত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ মানব মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সহায্য করার কারণে তাঁদের জন্য রহমত ও মাগফিরাত কামনা করে নামাযে দুআ করে বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তাঁদের জন্য তোমার কাছে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি প্রর্থনা করছি, হে আল্লাহ! বিশেষ করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীদের যাঁরা তাঁর উত্তম সাহচর্য প্রদান করেছিলেন, যারাঁ তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। যারা তাঁর উপস্থিতিতে ছুটে আসতেন, তাঁর দাওয়াতের প্রতি অগ্রগামী হয়েছিলেন, তাঁর রিসালাতের প্রমাণ শুনানোর সাথে সাথে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তাঁর বাণী প্রতিষ্ঠার জন্য স্ত্রী-সন্তানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন, তাঁর নবুওয়াত সাব্যস্ত করার জন্য নিজেদের পিতামাতা- সন্তান সন্ততির সাথে পর্যন্ত যুদ্ধ করেছেন। তাঁকে সাহায্য করেছেন যারা তাঁর

[১]. মারওয়াজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওয়াহির, ৩/৬৩।
[২]. আহম্মদ ইব্ন হাম্বাল, ফাদাইলুস সাহাবা, হাদীস নং-১৮৭৩।

ভালবাসার জন্য উৎগ্রীব ছিলেন। তাঁরা হৃদ্যতার ক্ষেত্রে এমন ব্যবসার আশা করত যা কখনও বিফল হয় না। তাঁরা যখনই তাঁর রজ্জুর সাথে নিজেকে সংযুক্ত করেছিলেন, তখনই তাঁদের পরিজন তাঁদেরকে পরিত্যাগ করেছিল। যখনই তাঁরা তাঁর নৈকট্যের ছায়ায় বসবাস শুরু করে ছিলেন তখনই তাঁদের নিকটতমরা তাঁদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল। হে আল্লাহ! তাঁরা তোমার জন্য ও তোমার উদ্দেশ্যে করা যায় এমন কোন কাজ পরিত্যাগ করিনি। তুমি তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হও, যেভাবে তাঁরা সত্যসহকারে তোমার প্রতি ধাবিত হত। তাঁদের জীবন ছিল তোমার জন্য, আর তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল তোমার প্রতি ফিরে আসা। তোমার কারণে নিজেদের ঘরবাড়ি পরিত্যাগ ও জীবনযাপনের বিস্তৃত আঙ্গিনা থেকে সংকীর্ণ আঙ্গিনায় এবং তোমার দ্বীনের খাতির প্রাচুর্যতা থেকে সল্পতার দিকে বের হয়ে আসার কারণে। হে আল্লাহ! তাঁদের সৎ অনুসারীদের সাথে সদ্ব্যাবহার কর, যাঁরা বলেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর যারা ঈমান গ্রহণে অগ্রগামী, তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দাও। আর যাঁরা তাঁদের আদর্শ প্রসারের ইচ্ছায় বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। দ্বীনের কারণে তাঁদের উপর যে সমস্যা এসে উপস্থিত হত তা তাঁরা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দ্বীনের আলোক উজ্জল পথের ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কোন সন্দেহ দানা বাধতে পারিনি। তাঁদের জীবন ধারার পরিবর্তন এবং দ্বীন গ্রহণকারী, সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে হিদায়াতের অনুসরণ ও উক্ত হিদায়াত গ্রহণকারীদের সাথে একমত হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের অন্তরে কোন ধরণের সংশয় উঁকি দেয়নি। তাঁদের কাছে যা আসত সে ব্যাপারেও তাঁদের কোন অভিযোগ ছিল না।

তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে, যখন কিছু লোক আবু বকর, উমর ও উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে আপত্তিকর ধ্যান ধারণা পোষণ করতে লাগল তখন তিনি তাদেরকে বলেন, তোমার আমাকে বল, তোমারা কি সেই সব লোক যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন:

لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ ﴿٨﴾

"এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নি:স্বদের জন্যে, যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী।"[১] তারা উত্তরে বলল, না। তিনি বললেন, তবে কি তোমরা তারাই যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

[১]. সূরা আল-হাশর: ৮।

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَـٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ۝٩

"যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।"[১] এবারও তারা উত্তরে বলল, না। তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমরা তাদেরও অর্ন্তভূক্ত নও যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَـٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝١٠

"আর এই সম্পদ তাদের জন্যে, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে: হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে আগ্রগামী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি দয়ালু, পরম করুণাময়।"[২] অতএব তোমরা বের হয়ে যাও..... তোমাদের জন্য আল্লাহর শাস্তি।

ইব্ন হাযিম মাদানী বলেন: আমি কোন হাশিমীকে আলী ইব্ন হুসাইনের চেয়ে অধিক জ্ঞানবান দেখিনি। আমি তাকে বলতে শুনেছি, যখন তিনি এ মর্মে জিজ্ঞাসিত হয়ে ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবু বকর ও উমরের মর্যাদা কেমন ছিল? উত্তরে তিনি হাত দিয়ে কবরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তাঁর কাছে তাঁদের মর্যাদা (ঐ দিকে তাকিয়ে) এক মুহূর্তে দেখে নাও।[৩]

---

১. সূরা আল-হাশর: ৯।
২. সূরা আল-হাশর: ১০।
৩. সীরু আলামুন নুবালা: ৪/৩৯৪।

ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকেরের প্রশংসা

ইব্ন সাআদ বাস্সাম আস্সায়রাফী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবু জাফরকে আবু বকর ও উমর রাদি আল্লাহু আনহুমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: "আল্লাহর শপথ! অমি অবশ্যই তাঁদের দুজনকে বন্ধু মনে করি এবং তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমি আহলে বাইতের এমন কাউকে পাইনি যে তাঁদের দুজনকে বন্ধু মনে করে না।[১]

তাঁর বাণীর মধ্যে আরও রয়েছে, ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহার বংশধর এ ব্যাপারে একমত যে, আবু বকর ও উমর রাদি আল্লাহু আনহুমার বিষয়ে তাঁরা সর্বাধিক উত্তম কথাই বলেবে।[২]

তাকে আরওয়া ইব্ন আব্দুল্লাহ তরবারী সুশোভিত করার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এতে দোষের কিছু নেই। কেননা আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর তারবারী অলংকৃত করতেন। (প্রশ্নকারী বলেন) আমি তাকে বললাম আপনি তাঁকে সিদ্দীক (সত্যবাদী) বলেছেন? এ কথা শুনে তিনি এক লাফ দিয়ে উঠলেন এবং কিবলামুখী হয়ে বললেন, হ্যাঁ সিদ্দীক। যে তাঁকে সিদ্দীক বলবে না মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার জন্য কোন কথাই সত্যায়িত করবেন না।[৩]

তার থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "ততদিন পর্যন্ত তরবারী ঝলসে উঠেনি, কাতারবদ্ধভাবে নমায অনুষ্ঠিত হয়নি, যুদ্ধের প্রস্তুতিও নেয়া হয়নি, প্রকাশ্যে আযান দেয়া হয়নি এবং মহান আল্লাহ 'হে ঈমানদারগণ' এই বাক্যটি অবতীর্ণ করেননি যতদিন না আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করেনি।[৪]

জাবের জাফীহ বলেন, আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন আলী বললেন, হে জাবের! আমার কাছে খবর পৌঁছেছে ইরাকের কিছু লোকে ধারণাপোষণ করে যে, তারা আমাদেরকে ভালবাসে অথচ তারা আবু বকর ও উমর সম্পর্কে বিরুপ ধারণা রাখে। তারা এটাও মনে করে যে, আমি তাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছি। অতএব তুমি আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে জানিয়ে দাও, আমি আল্লাহর কছে তাদের ব্যাপারে সম্পুর্ণ দায়মুক্ত। ঐ সত্তার শপথ! যাঁর হাতে মুহাম্মদের (তাঁর নিজের) প্রাণ, আমি যদি তাদের রক্তের বিনিময়ে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে দায়িত্বপ্রাপ্ত হই, তবুও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াত আমার জন্য অর্জিত হবে না, যদি আমি তাঁদের দুজনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও আল্লাহর রহমত কামনা না করি। অত:পর তিনি বললেন যে ব্যাক্তি আবু বকর ও উমরের মর্যাদা জানল না সে সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞ।[৫]

---

১. তাবাকাত: ৫/৩২১।
২. সীরু আ'লামুন নুবালা: ৪/৪০৬।
৩. পূর্বোক্ত, পৃ- ৪০৮।
৪. বাহহারুল আনওয়ার: ২২/৩১২।
৫. আল-বিদায়াহ ওয়ান্নিহায়াহ: ৯/ ২১১।

ইমাম যায়িদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন এর প্রশংসা

হাশিম ইব্ন বারিদ তাঁর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু ছিলেন কৃতজ্ঞদের ইমাম। এরপর তিনি কুরআনের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন: **"আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান প্রদান করবেন।"** অতঃপর বললেন, আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার অর্থ আলী রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা।[১]

তিনি আবু বকর ও উমর রাদি আল্লাহু আনহুমার ব্যাপারে বলতেন, তাঁদের সম্পর্কে ভাল কথা ছাড়া আমরা আহলে বাইতের কাউকে অন্য কিছু বলতে শুনিনি।[২]

ইয়াহইয়া ইব্ন আবু বকর আল-আমিরী তার "আর-বিয়াদ আল-মুস্তাতাবাহ" গ্রন্থে মনসুর বিল্লাহ আব্দুল্লাহ ইব্ন হামযাহ (তিনি যাইদিয়াহ সম্প্রদায়ের বড় ইমামগণের একজন) তাঁর "জাওয়াবুল মাসাঈল আত্তাহামীয়াহ" গ্রন্থে বর্ণিত সাহাবীগণের ব্যাপারে ইমাম যয়িদের দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করে বলেন, তিনি সামগ্রিকভাবে তাঁদের উপর প্রশংসা জ্ঞাপন করতেন এবং মর্যাদার দিক থেকে অন্যদের থেকে তাঁদেরকে আলাদা মনে করতেন। তিনি বলেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ও তাঁর পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ। আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হন এবং ইসলামের জন্য তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। অতঃপর তিনি বলেন, এটি আমাদের নীতিমালা যা থেকে ভুলেও আমরা বের হয়নি। এতদভিন্ন অন্য কিছুকে পারহেজগারী হিসেবে গণ্যও করি না। যে ব্যাক্তি আমাদের এ নীতি বাহির্ভূত হয়ে তাঁদেরকে গালি ও আভিসম্পাত দেয়, নিন্দা করে এবং তাঁদের সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে আমরা তার কাজের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট দায়মুক্ত। এ জ্ঞান আমাদের পূর্বপুরুষ পরম্পরায় আলী রাদি আল্লাহু আনহু থেকে প্রাপ্ত ..... এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে ব্যক্তি সাহাবীগণকে গালি দেওয়া বৈধ মনে করে ও তাঁদের থেকে মুক্ত থাকতে চায় যে মূলত নিজের অজ্ঞাতসারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুক্ত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি আবৃত করলেন:

আমি যদি তীর নিক্ষেপ না করতাম তবে আমার তূনীরও করত না
তীরের আকস্মিকতা আমার কোমার ও ঘাড়ে পৌঁছাত না।[৩]

১. সীরু অলামুন নুবালা ৫/৩৯০।
২. তারিখে তাবারী: ৫/১৮০।
৩. আর্‌রিয়াদ আল-মুস্তাতাবাহ, পৃ-৩০০।

ইমাম আব্দুল্লাহ ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী এর প্রশংসা

আহলে বাইতের অন্যান্য সদস্যের মত আব্দুল্লাহ ইব্ন হাসান রাদি আল্লাহু আনহুর নিকট খুলাফায়ে রাশিদুন ও সাহাবাগণের সুউচ্চ মর্যাদা ছিল।

এ বিষয়ে হাফিজ ইব্ন আসাকির আবু খালিদ আহমার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন হাসানের কাছে আবু বকর ও উমর রাদি আল্লাহু আনহুমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, মহান আল্লাহ তাঁদের উপর সালাত প্রেরণ করেছেন অথচ যারা তাঁদের উপর সালাত পেশ করে না আল্লাহ তাদের উপর সালাত প্রেরণ করেননি।[১],[২]
তিনি আরও বলেন, তাঁরা দুজন আমার অন্তরে রেখাপাত করে, এজন্য আমি আল্লাহর দরবারে তাঁদের জন্য দুআ করি যেন এর মাধ্যমে আমি আল্লাহর নৈকট্য পেতে পারি।[৩]

এ গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইব্ন হাসানের আযাদকৃত দাস হাব্স ইব্ন উমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন হাসানকে উযু করে মোজার উপর মাসেহ করতে দেখেছি। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি মোজার উপর মাসেহ করছেন? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু মোজার উপর মাসেহ করতেন। যে ব্যাক্তি তার ও আল্লাহর মধ্যে উমরকে রাখবে সে আস্থাশীল হল।[৪] আর্থাৎ উমর রাদি আল্লাহু আনহু থেকে শরীআতের বিধি বিধান গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি বিশ্বস্ত।

তারিখে দামেশক গ্রন্থে আরও বর্ণিত হয়েছে, হাফস ইব্ন কায়েস অব্দুল্লাহ ইব্ন হাসানকে মোজার উপর মাসেহ করার বিধান জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, মাসেহ কর। কেননা উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু মোজার উপর মাসেহ করতেন। তখন তিনি বললেন, আমি জিজ্ঞেস করেছি আপনি মাসেহ করেন কিনা? উত্তরে তিনি বললেন, উমরের প্রসঙ্গ দিয়ে জওয়াব দেওয়াতে তোমার কাছে বিষয়টি দুর্বোধ্য হয়েছে এবং আমার মতামত জিজ্ঞেস করছ? অথচ উমর ছিলেন আমার চেয়ে ও আমার মত এক পৃথিবী মানুষের চেয়ে উত্তম।

---

[১]. তারিখে দামেশক, ২৯/২৫৫।

[২]. আল্লাহ তাআলার বাণী, "তুমি তাদের উপর সালাত পেশ কর, নিশ্চয়ই তোমার সালাত তাদের জন্য প্রশান্তি স্বরুপ" (সূরা আত-তাওবা: ১০৩) অর্থাৎ- তুমি তাদের জন্য দুআ কর। একইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী, "হে আল্লাহ তুমি আমার পিতার বংশধরের উপর সালাত পেশ কর।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং- ৬৩) জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, আমার স্বামীর উপর সালাত প্রেরণ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার স্বামীর উপর সালাত। (আবু দাউদ, কিতাব সুজুদুল কুরআন) এসব বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এখানে সালাতের অর্থ দুআ এবং এটিই ইমাম আব্দুল্লাহ ইব্ন হাসান তাঁর বর্ণনায় উদ্দেশ্য করেছেন।

[৩]. তারিখে দামেশক, ২৯/২৫৫।

[৪]. পূর্বোক্ত, ২৯/২৫৫।

আমি বললাম, হে আবু মুহাম্মদ! মানুষেরা বলে, এটি আপনাদের পক্ষ থেকে একটি পরহেজগারী আচারণ মাত্র! তখন আমারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানে ছিলাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে এটিই আমার কথা। অতএব তুমি আমার পরে অন্য কারও কথা শুন না। অতঃপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এ ধারণা পোষণ করে যে, আলী রাদি আল্লাহু আনহু বশীভূত ছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তা পালন করেননি। এ কথাই আলী রাদি আল্লাহু আনহুকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য যথেষ্ট। ঐ সমস্ত লোক কত স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী হলে এ ধারণা পোষণ করতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে কোন নির্দেশ দিবেন অথচ তিনি তা পালন করবেন না?[১]

তারিখে দামেশকে মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম আসাদী থেকে বর্ণিত রয়েছে, আবু ইব্রাহীম বলেন, আমি দেখেছি আব্দুল্লাহ ইব্ন হাসান ইব্ন আলী উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর হত্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে এমনভাবে ক্রন্দন করেছিলেন যে তাঁর দাড়ী ও কাপড় ভিজে গিয়েছিল।[২]

ইমাম জাফর সাদিকের প্রশংসা

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের গুণকীর্তন করতে যেয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীদের সংখ্যা ছিল বার হাজার। তন্মধ্যে আট হাজার মদীনাবাসী, দুই হাজার মক্কাবাসী ও দুই হাজার অন্যান্য এলাকার ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনও কাদেরী, মারজিয়া, হারুরী, মু'তাযিলী, যুক্তিপন্থী (রায়পন্থী) ছিলেন না। তাঁরা দিন-রাত ক্রন্দন করতেন ও বলতেন, খামিরের রুটি খাওয়ার আগেই আমাদের রুহগুলো কবজ করে নিন।[৩]

যদি সাহাবীগণের মধ্যে মারজি, হারুরী, মুতাযিলী বা যুক্তিপন্থী না থেকে থাকে তবে কিভাবে তঁদের মধ্যে এ সবের চেয়ে আরও ভয়ংকর ও খারাপ তথা মুনাফিক থাকবে? যেমনটি পক্ষপাতদুষ্ট মানুষরা দাবি করে থাকে।

ইমাম জাফর সাদিক এই উদ্ধৃতিতে সাহাবীগণের যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন তা মূলত: সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে কুরআনী প্রশংসা এবং তাঁদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও চিরস্থায়ী

---

১. পূর্বোক্ত, ২৯/২৫৬।
২. পূর্বোক্ত, ২৯/২৫৬।
৩. আল-খিসাল, পৃষ্ঠা-৬৮৩, হাদীস নং-১৫; বাহহারুল আনওয়ার, ২২/৩০৫।

জান্নাতের শুভ সংবাদের যে ঘোষণা এসেছে তারই প্রতিফলন। অতএব এ উক্তির বিপরীতে হাতে গোনা কয়েকজন ব্যতীত সাহাবীগণের পদস্খলন হয়েছিল মর্মে বর্ণিত মিথ্যা উক্তির অবস্থান কোথায়?

মানসূর ইব্ন হাযেম একদা ইমাম জাফর সাদিককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে বলেন, আপনার কি হল যে, আমি কোন একটি বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করলে আপনি একটি উত্তর দেন। অতঃপর অন্য একজন এসে একই বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তাকে ভিন্ন উত্তর দেন, তিনি বললেন, আমি মানুষের ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে উত্তর দিয়ে থাকি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে বললাম আমাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীদের ব্যাপারে জানান তাঁরা কি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য প্রতিপন্ন করেছিল নাকি মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল? তিনি বললেন, অবশ্যই তাঁরা তাঁকে সত্যায়ন করেছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, তবে তাঁদের মধ্যে মতভেদের কারণ কী? তিনি বললেন, তুমি কি জান না যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে কোন একটি বিষয় জিজ্ঞেস করল। তিনি যথার্থ তার জবাব দিলেন। হয়তো উক্ত জবাব দানের কিছুকাল পর তা রহিত হয়ে গিয়েছিল। কেননা অনেক সময় কুরআন-হাদীসের এক অংশ অন্য অংশকে রহিত করে দেয়।[১],[২]

এটি ইমাম জাফর সাদিকের পক্ষ থেকে সাহাবীগণের ব্যাপারে এ সাক্ষ্য যে, তাঁরা সত্যবাদী ও সত্যায়নকারী ছিলেন।

কেন তিনি এ সাক্ষ্য প্রদান করবেন না অথচ তিনি তাঁর নানা (মায়ের বংশের ঊর্ধ্বতন পুরুষ) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বিদায় হজ্জের দিন মিনার মসজিদে খায়েফে খুতবা প্রদান করেন। আল্লাহর গুণকীর্তন ও প্রশংসা আদায়ের পর বললেন, মহান আল্লাহ ঐ বান্দার মর্যাদাকে সমুজ্জল করুক যে আমার কথা শুনেছে, তা গ্রহণ করেছে অতঃপর যে তা শুনেনি তার কাছে পৌঁছেছে। কোন কোন সময় জ্ঞানবান জ্ঞানহীন ব্যক্তির কাছে। আবার কোন সময় জ্ঞানবান ব্যক্তি তার চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে। তিনটি বিষয়ে মুসলিম ব্যক্তির অন্তর প্রতারিত হয় না। কর্মসমূহ আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠকরণ, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য নসিহাত, দলভুক্ত থাকার আবশ্যকতা। কেননা তাঁদের দাওয়াত

১. আল-কাফী (আল-উসূল), ১/৫২, কিতাবু ফাদদিল ইলম।

২. শরীআত নির্ধারণের সময় তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় বিধি-বিধানগুলো ধারাবাহিকভাবে অবতীর্ণ হত। কোন কোন সময় এর এক অংশের মাধ্যমে অন্য অংশ রহিত হয়ে যেত। যেমন আল্লাহ বলেন: **"আমি কোন আয়াত রহিত করলে বা রহিত হলে তার পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম বা অনুরূপ আয়াত নিয়ে আসি।"** অতএব এমনও হতে পারে কোন কোন সাহাবীর কাছে রহিত বিধানটি পৌঁছেছে কিন্তু পরবর্তীতে আগের বিধান রহিত করে যে বিধানটি এসেছে তা তাঁর কাছে পৌঁছেনি। ফলত: ঐ সাহাবী তাঁর কাছে সংরক্ষিত জ্ঞান অনুযায়ী বিভিন্ন মাসআলা বর্ণনা করেছেন।

সর্বদা তাঁদের পিছে বেষ্টনকারী। মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই। তাঁদের সকলের রক্তই সমান। তাঁদের মধ্যকার ছোট ব্যক্তিটিরও সম্মান রক্ষায় তাঁরা সচেষ্ট। বিরোধীদের ক্ষেত্রে তাঁরা একটি হাত।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথা পৌঁছানোর বিষয়ে সাহাবীগণের উপর নিশ্চিত থাকা তাঁদের সততা ও তাঁর কাছে তাঁদের নিষ্কলুষতার প্রমাণ বহন করে।

এ কারণে তিনি (ইমাম জাফর সাদিক) তাঁর পূর্বপুরুষ ইমাম আলী রাদি আল্লাহু আনহু থেকে এ অসিয়াত সংরক্ষণ করেছিলেন যে, তিনি বলেছেন, "আমি তোমাদের নবীর সাথীদের ব্যাপারে তোমাদেরকে অসীআত করছি তোমরা তাঁদেরকে গালি দেবে না। তাঁরাতো এমন ব্যক্তি যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে নতুন কোন কিছু তৈরি করেনি, কোন বিদআতীকে আশ্রয় দেয়নি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের ব্যাপারে অসীআত করেছেন।[২]

বাসসাম সাইরাফী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাফর সাদিককে আবু বকর ও উমরের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ। আমি তাঁদের দুজনকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করি ও তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমি আহলে বাইতের এমন কাউকে পাইনি যে, তাঁদের দুজনকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিনি।[৩]

জাফর ইব্ন মুহাম্মদ তাঁর পূর্ব পুরুষদের সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার আহলে বাইত ও সাহাবীগণের প্রতি তোমাদের অধিক ভালবাসা সঠিক পথে অধিকতর দৃঢ় রাখবে।[৪]

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাঁদের অত্যাধিক ভালবাসা পোষণকারী বান্দা বানাও এবং আমাদেরকে তাঁদের সাথে একত্রে হাশর কর, হে দয়াবানদের মধ্যকার সর্বাধিক দয়াবান।

১. আল-খিসাল, পৃ. ১৪৯–১৫০, হাদীস নং-১৮২।
২. বাহহারুল আনওয়ার, ২২/৩০৬।
৩. সীরু আলামুন নুবালা: ৪/৪০৩।
৪. বাহহারুল আনওয়ার ২৭/১৩৩।

ইমাম মুসা আল-কাজেমের প্রশংসা

ইমাম মুসা ইব্ন জাফর তাঁর নানা (নানা বংশের পূর্ব পুরুষ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাঁর এ বাণী বর্ণনা করেছেন যে, আমি আমার সাহাবীগণের জন্য নিরাপত্তা ও শান্তিস্বরূপ। যখন আমি ইন্তিকাল করব তখন আমার সাহাবীগণের জন্য প্রতিশ্রুত বিষয় নিকটবর্তী হবে। আমার সাহাবীগণ আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তা ও শান্তিস্বরূপ। আমার সাহাবীগণ যখন মারা যাবে তখন আমার উম্মতের জন্য প্রতিশ্রুত বিষয় নিকটবর্তী হবে। এই দ্বীন (ইসলাম) ততদিন পর্যন্ত অন্যান্য দ্বীনের উপর বিজয়ী থাকবেই যতদিন তোমাদের মধ্যে যে আমাকে দেখেছে এমন কেউ অবশিষ্ট থাকবে।[১]

তিনি তাঁর পূর্ব পুরুষদের সূত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যুগ চারটি। সর্বোত্তম যুগ যে যুগে আমি রয়েছি। অতঃপর দ্বিতীয়, অতঃপর তৃতীয়। যখন চতুর্থ যুগ আসবে তখন পুরুষ-পুরুষের সাথে, নারী-নারীর সাথে মিলিত হবে। অতঃপর আল্লাহ বনী আদমের বক্ষ থেকে তাঁর কিতাব তুলে নিবেন এবং এক প্রকার বিষন্ন বায়ু প্রেরণ করবেন। তখন আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। সবকিছুই তিনি তাঁর কাছে তুলে নিবেন।[২]

এ হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে সাহাবীগণের যুগ সেরা যুগ। অতএব এ যুগ সম্পর্কে কোন প্রকার অমুলক সন্দেহ পোষণ করা সমীচীন নয়।

ইমাম আলী রেজার প্রশংসা

সাহাবীগণের ব্যাপারে ইমাম আলী রেজার অবস্থান তাঁর পূর্ব পুরুষদের থেকে ভিন্ন নয়। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ মুসা ইবন ইমরানকে নবুয়াত দান করে তাঁকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে মনোনীত করেন। তাঁর জন্য সমুদ্র বিদীর্ণ করেন ও বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দেন। তাঁকে তাওরাত কিতাব ও ফলক প্রদান করেন। মুসা আলাইহিস্ সালাম তাঁর প্রভূর নিকট নিজের অবস্থান দেখার পর বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তুমি মুহাম্মদের পরিবারের এত উচ্চ মর্যাদা দিয়েছ। আমার সাথীদের চেয়ে অন্য কোন নবীর সাথীরা কি তোমার কাছে সম্মানিত? আল্লাহ বললেন, হে মুসা! তুমি কি জান না মুহাম্মদের সাথীদের মর্যাদা সমস্ত নবীর সাথীদের

১ . বাহহারুল আনওয়ার, ২২/৩০৯, মুসলিম শরীফে কাছাকাছি একটি বর্ণনা রয়েছে আবু মুসা আশয়ারী থেকে বর্ণিত, হাদীস নং-৬৪৬৬।

২ . বাহহারুল আনওয়ার ২২/৩০৯; কাছাকাছি বর্ণনা রয়েছে সহীহ বুখারীতে, হাদীস নং-২৫০৯, সহীহ মুসলিমে, হাদীস নং-২৫৩৩।

উপর তেমনই যেমন মুহাম্মদ পরিবারের মর্যাদা সমস্ত নবীর পরিবারের উপর। মুসা বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি যদি তাঁদেরকে দেখতে পেতাম। মহান আল্লাহ তখন অহী অবতীর্ণ করলেন, হে মুসা! তুমি তাঁদেরকে দেখতে পাবে না। কেননা এটি তাঁদের আবির্ভাবের সময় নয়। তবে তুমি তাঁদেরকে অচিরেই দেখতে পাবে জান্নাতসমূহে (জান্নাতুল ফিরদাউসে ও আদনে) তাঁরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে জান্নাতের বিভিন্ন নিয়ামতের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে এবং এর বিভিন্ন কল্যাণকর জিনিস নিয়ে সুখে জীবনযাপন করবে।[১]

ইমাম রেজার এ বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয়, সাহাবীগণের এ মর্যাদা নির্দিষ্ট বা বিশেষ কিছু সাহাবীর জন্য নির্ধারিত নয়। বরং তাঁদের সকলেই এ মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। কেননা জাতিগতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণের মর্যাদা অন্যান্য নবীর সাহাবীগণের উপরে।

ইমাম হাসান ইব্ন মুহাম্মদ আসকারীর প্রশংসা

ইমাম আসকারী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ যখন মুসা ইব্ন ইমরানকে নবুয়াত দান করলেন ও তাঁকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে মনোনীত করলেন, তাঁর জন্য সমুদ্র বিদীর্ণ করে বণী ইসরাঈলকে মুক্তি দিলেন, তাঁকে তাওরাত ও ফলক দান করলেন এবং তাঁর প্রভূর দারবারে তাঁর অবস্থান দেখালেন তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে এমনভাবে সম্মানিত করেছ যে, আমার পূর্বে কাউকে এমন সম্মানিত করনি।

আল্লাহ বললেন, হে মুসা! তুমি কি জান না মুহাম্মদ আমার নিকট ফিরিশতাকূল ও সমস্ত সৃষ্টি থেকে উত্তম।

মুসা আলাইহিস্ সালাম বললেন, হে আমার প্রতিপালক! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো তোমার কাছে সমগ্র সৃষ্টি থেকে উত্তম। তবে কি আমার পরিবারের চেয়ে অন্য কোন নবীর পরিবার তোমার কাছে উত্তম?

আল্লাহ বললেন, হে মুসা! তুমি কি জান না মুহাম্মদের পরিবারের মর্যাদা অন্য সব নবীর পরিবারের উপর। ঠিক তেমন যেমন অন্য নবীর উপর মুহাম্মদের মর্যাদা। তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! মুহাম্মদের পরিবারের মর্যাদা যদি তোমার কাছে এমন হয়, তবে কি আমার সাহাবীগণের চেয়ে মর্যাদাবান কোন নবীর সাহাবী আছে?

---

১. বাহহারুল আনওয়ার-১৩/৩৪০; তা'বিলুল আয়াত, পৃ.৪১১।

আল্লাহ বললেন, হে মুসা! তুমি কি জান না মুহাম্মদের সাথীদের মর্যাদা অন্যান্য নবীর সাথীদের উপর তেমন যেমন মুহাম্মদের পরিবারের মর্যাদা অন্যান্য নবীর পরিবারের উপর এবং মুহাম্মদের মর্যাদা অন্য নবীর উপর?[১]

পবিত্র আহল বাইত কর্তৃক পুণ্যবান সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রশংসার সামান্য কিছু এখানে উল্লেখ করা হল।

নবী পরিবার ও সাহাবীগণের মধ্যে এমনই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। এই তৃপ্তিতে সিক্ত হলে কতিপয় মুসলিমের অন্তরে যে কৃত্রিম বরফ জমে আছে তা গলানো সম্ভব। অত্যন্ত দুঃখজনক ও মর্মস্পশী যে, কেউ কেউ আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করতে যেয়ে অনেক সাহাবীর ব্যাপারে ঘৃণা পোষণ করেন। অথচ এটি আহলে বাইতের মূল হিদায়াতের বিপরীত যেমনটি আমরা মৌলিক তথ্যসূত্রের আলোকে উপরে আলোচনা করেছি।

এই কৃত্রিম বরফ গলানো সম্ভব হলে উম্মতের ইস্পিত ঐক্য আগমন করবে।

১. তাফসীরে ইমাম আসকারী, পৃ.৩১।

তৃতীয় অধ্যায়
নবী পরিবারের উদ্দেশ্যে সাহাবীগণের প্রশংসা

আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা

এই তো আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু যিনি তাঁর ও আহলে বাইতের মধ্যকার আত্মীয়তাকে প্রশংসা করছেন। যেমন ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেন, আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু আলী রাদি আল্লাহু আনহুকে বললেন, ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! আমার আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করার চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করা আমার নিকট অধিক প্রিয়।[১]

তিনি আরও বর্ণনা করেন ইব্ন উমর থেকে, তিনি আবু বকর থেকে তিনি বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তাঁর আহলে বাইতের ব্যাপারে সম্মান কর।[২]

মুসনাদে আবু ইয়ালায় আকবা ইব্ন হারিস থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের কয়েক রাত্রি পর একদা আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু আসরের নামায আদায় করলেন অতঃপর ঘোরার জন্য বের হলেন। তিনি দেখলেন হাসান রাদি আল্লাহু আনহু শিশুদের সাথে খেলছেন। অতঃপর তিনি তাঁকে কোলে তুলে নিলেন এবং বললেন,

আমার পিতা উৎসর্গ হোক এতো নবীর সদৃশ

আলীর সাথে নেই কোন সদৃশ।

এ কবিতা শুনে আলী রাদি আল্লাহু আনহু হাসলেন।[৩]

বর্ণনাকারীর বাণী "কয়েক রাত্রি পর" দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, কিছু কিছু ইতিহাস গ্রন্থে আলী রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে যে, তিনি আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু এর বাইয়াত গ্রহণ করেননি বরং কয়েক মাস তিনি মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন এটি অগ্রাহ্য। এ ধরনের দাবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুই নাতীর পিতার সাথে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্য যে তিনি মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবেন বা মুসলিম ঐক্যে ফাটল তৈরি করবেন বা আল্লাহ তাঁর জন্য যে মর্যাদা নির্ধারণ করেছেন তা থেকে অপসরণ করাবেন। কেননা সেই মুহূর্তে সমস্ত সাহাবী আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর খিলাফতের উপর একমত হয়েছিলেন। এমন কি আলী ইব্ন আবু তালিব ও যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদি আল্লাহু আনহুমা। এ কথার প্রমাণ ঐ হাদীস যা ইমাম বায়হাকী তাঁর সনদে আবু সাইদ খুদরী রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করার পর সাহাবীগণ সায়াদ ইব্ন উবাদাহ রাদি

---

১. সহীহ বুখারী (৩৭১২) বাবু মানাকিবে কারাবাতুর রাসূলুল্লাহ; বাহারুল আনওয়ার ৪৩/৩০১।

২. সহীহ বুখারী (৩৭১৩), বাবু মানাকিবে হাসান ওয়া হুসাইন।

৩. মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস নং-৩৮, দারুল মা'মুন লিত্ তুরাছ প্রকাশনী, বিশ্লেষণ : হুসাইন সালীম আসাদ, ১৯৮৪, বিশ্লেষক বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। হাদীসটির মূল গ্রন্থ বুখারী (৩৫৪২) ও কাশফুল গুম্মাহ ফী মারিফাতিল আইম্মা ২/১৬।

আল্লাহু আনহুর ঘরে একত্রিত হন। তম্মধ্যে আবু বকর ও উমর রাদি আল্লাহু আনহুমাও ছিলেন। তিনি বলেন, আনসারদের মধ্য থেকে একজন বক্তা উঠে দাড়িয়ে বললেন, তোমরাতো জানই আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্যকারী ছিলাম। অতএব আমরা তাঁর খলিফারও সাহায্যকারী যেমন তাঁর সাহায্যকারী ছিলাম। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তখন উমর ইব্ন খাত্তাব বললেন, তোমাদের ভাষ্যকর সত্য বলেছেন। তিনি যদি এতদ্ভিন্ন অন্য কিছু বলতেন তবে আমরা আপনাদের বাইয়াত গ্রহণ করতাম না। অতঃপর তিনি আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর হাত ধরে বললেন, এই যে, তোমাদের সাথী, তোমরা তাঁর কাছে বাইয়াত হও। তখন উমর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন, পরপরই মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ বাইয়াত নিলেন। (বর্ণনাকারী) বলেন, অতঃপর আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং উপস্থিত সকলের দিকে তাকালেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে যুবাইরকে দেখলেন না। (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর যুবাইরকে ডাকলেন, তিনি এলে বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের ফুফাতো ভাই! আমি বলছি আপনি কি চান মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরুক? তিনি বললেন, না হে রাসূলের খলিফা! অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন ও তাঁর বাইয়াত গ্রহণ করলেন। এরপর আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু পুনরায় জনতার দিকে তাকালেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে আলী রাদি আল্লাহু আনহুকে দেখলেন না। তখন তিনি আলী রাদি আল্লাহু আনহুকে ডেকে পাঠালেন, তিনি এলে বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের চাচাত ভাই ও তাঁর জামাতা! আমি বলছি আপনি কি চান মুসলিম উম্মাহর ঐক্যে ফাটল ধরুক? তিনি বললেন, না হে রাসূলের খলিফা! অতঃপর তিনি তাঁর বাইয়াত নিলেন। হাফিজ আবু আলী নিসাপুরী বলেন, আমি ইবন খুযাইমাকে বলতে শুনেছি, মুসলিম ইব্ন হিজাজ আমার কাছে এলে তাঁকে আমি এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি তাঁকে হাদীসটি একখণ্ড কাগজে লিখে তাঁকে পাঠ করে শুনালাম। তখন তিনি বললেন, এ হাদীসটি কুরবানীর পশুর মত ব্যাপক সংখ্যক রাবী থেকে বর্ণিত। আমি বললাম, কুরবাণীর পশুর মত বরং টাকার থলের মত বিপুল পরিমাণ। হাদীসটি ইমাম আহমদ সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকেম তাঁর মুসতাদরেকে আফ্ফান ইব্ন মুসলিম সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[১]

এ বর্ণনাটি আয়িশা রাদি আল্লাহু আনহু বর্ণিত আলী রাদি আল্লাহু আনহু ছয় মাস পরে আবু বকরের বাইয়াত গ্রহণ করেন-এ হাদীসটির বিপরীত নয়। কেননা আয়িশা রাদি আল্লাহু আনহু যা জানতেন তিনি তাই বর্ণনা করেছেন। আবার আবু সাঈদ খুদরী যা জানতেন তিনি তাই বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানী ব্যক্তি যে ব্যক্তি জানে না তার জন্য প্রমাণ স্বরূপ।

ইমাম দার কুতনী 'ফাজায়েলে সাহাবা ওয়া মানাকিবিহিম' গ্রন্থে তাঁর সনদে আব্দুল্লাহ ইবন জাফর রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মহান আল্লাহ আবু বকরের

১. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৬/৩০১।

উপর রহম করুন। তিনি আমাদের অভিভাবক ছিলেন। তিনি কত চমৎকার অভিভাবকই না ছিলেন। তাঁর চেয়ে উত্তম প্রতিপালনকারী আমাদের জন্য কেউ ছিল না।[১] একদা আমরা বাড়ীতে তার কাছে বসা ছিলাম। তখন উমর রাদি আল্লাহু আনহু আগমন করে পরপর তিনবার অনুমতি চাইলেন। প্রথমবার অনুমতি চাইলেন, কিন্তু তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন না। দ্বিতীয়বার অনুমতি চাইলেন এবারও অনুমতি দিলেন না। তৃতীয়বার অনুমতি দিয়ে আবু বকর বললেন, আসুন। তিনি আসলেন সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকজন সাহাবীও ছিলেন। উমর রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আমাদেরকে কেন দরজায় আটকিয়ে রাখলেন? প্রথম দুইবার অনুমতি চেয়েও অনুমতি পাওয়া গেল না? তিনি বললেন, এখানে জাফর রাদি আল্লাহু আনহুর সন্তান-সন্ততিরা খাবার খাচ্ছিল। সে মুহূর্তে অনুমতি দিলে আমার আশংকা হচ্ছিল আপনারা তাঁদের খাবারে অংশগ্রহণের অনুমতিও পেয়ে যাবেন।[২]

এই ঘটনা আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক জাফর রাদি আল্লাহু আনহুর সন্তানদের তত্ত্বাবধানের উৎকৃষ্ট প্রমাণ ও তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণে সর্বোচ্চ সতর্কতার দৃষ্টান্ত।

আমিরুল মুমিনীন উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা

এ কথা সন্দেহাতীত যে, আহলে বাইত ও উমর ফারুক রাদি আল্লাহু আনহু এর মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁদের পারস্পরিক প্রশংসা বিনিময়, উমর রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক উম্মে কুলসুম বিন্ত আলী রাদি আল্লাহু আনহুকে বিবাহ এবং উমর রাদি আল্লাহু আনহুর নামে আহলে বাইতের অনেক সন্তানের নামকরণের মাধ্যমে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, মানুষ অনাবৃষ্টির কবলে পড়লে উমর রাদি আল্লাহু আনহু আব্বাস ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব রাদি আল্লাহু আনহুর অসিলা নিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে আমাদের নবীর অসীলা গ্রহণ করতাম তখন তুমি বৃষ্টি বর্ষণ করতে। এখন আমরা তোমার কাছে আমাদের নবীর চাচার অসীলা গ্রহণ করছি। অতএব তুমি বৃষ্টি বর্ষণ কর।[৩]

---

১. আব্দুল্লাহ ইব্ন জাফরের মা আসমা বিনতে উমাইস রাদি আল্লাহু আনহুকে তাঁর স্বামী জাফর রাদি আল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু বিবাহ করেন। তাঁর ঔরসে মুহাম্মদের জন্ম হয়। অতঃপর আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর ইন্তিকালের পর তাঁকে আলী রাদি আল্লাহু আনহু বিবাহ করেন। তাঁদের ঘরেও সন্তান হয়।

২. এ গ্রন্থের এগারতম খণ্ড মদীনা মুনাওয়ারার মাকতাবাতুল গুরাবার প্রকাশ।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় তাঁর অসীলা গ্রহণ করা হত। তাঁর ইন্তিকালের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকটতম হওয়ার কারণে হযরত আব্বাসকে অসীলা গ্রহণ করা হত।

বর্ণনাকারী বলেন, এ দুআর পর বৃষ্টি বর্ষিত হত।[১] এ হাদীসে আমরা দেখলাম কিভাবে উমর ফারুক রাদি আল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহুর জীবদ্দশায় তাঁকে অসীলা হিসেবে গ্রহণ করতেন। যেভাবে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁকে অসীলা হিসেবে গ্রহণ করতেন। ইব্ন সা'দ প্রণীত তাবাকাত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, উমর রাদি আল্লাহু আনহু আব্বাস ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব রাদি আল্লাহু আনহুকে বলেন, আল্লাহর শপথ! যেদিন আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন আপনার ইসলাম গ্রহণ আমার কাছে আমার পিতা খাত্তাব যদি ইসলাম গ্রহণ করত তবে তার ইসলাম গ্রহণের চেয়ে অধিকতর প্রিয়। কেননা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আপনার ইসলাম গ্রহণ খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়।[২]

আলী রাদি আল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত তাঁর প্রশংসা সম্পর্কে ইমাম আহমদ ফাযাইলুস সাহাবা অধ্যায়ে (হাদীস নং-১০৮৯) উরওয়া ইব্ন যুবাইর থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি উমর রাদি আল্লাহু আনহুর উপস্থিতিতে আলী ইব্ন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে কথা কাটাকাটি করেন। তখন উমর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন তুমি কি জান এই কবরটি কার? এটি মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব আর ইনি হচ্ছেন আলী ইব্ন আবু তালিব ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব। অতএব, আলীর বিষয়ে ভাল দিক ছাড়া অন্য কিছু উল্লেখ করো না। কেননা, তুমি যদি তাঁকে ঘৃণা কর তবে তা এই কবরের অধিবাসীকে কষ্ট দিবে।[৩]

ইব্ন আব্দুল বার প্রণীত আল-ইসতিআব গ্রন্থে রয়েছে উমর রাদি আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে আলী রাদি আল্লাহু আনহুই ন্যায় বিচার সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।[৪]

ইব্ন আসাকির প্রণীত তারিখে দামেশক গ্রন্থে এসেছে, উমর রাদি আল্লাহু আনহু যখন দেওয়ান প্রথা চালু করেন এবং তা থেকে ভাতা নির্ধারণ করেন তখন তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হিসেবে আলী রাদি আল্লাহু আনহুর অংশ হাসান ও হোসাইনের নামে বরাদ্দ করেন। কেননা তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিক নিকটতম ছিলেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের অংশ পাঁচ হাজার করে নির্ধারণ করে।[৫]

ইব্ন সা'দ এ হাদীসটি বৃহৎ আকারে তাঁর বর্ণনা সূত্রে যাবির ইব্ন হুআইরেস ইব্ন নাকিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, দেওয়ান প্রথা প্রচলনের জন্য উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু মুসলমানদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। আলী ইব্ন আবু তালিব তাঁকে বললেন, প্রতি বছর আপনার কাছে যে সম্পদ জমা হবে সব সম্পদ বিলি করে দিবেন, কোন কিছু অবশিষ্ট রাখবেন না। উসমান ইব্ন আফফান রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, আমার মতে সম্পদ যেমন

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং-১০১০, বাবু যিক্র আব্বাস ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব।
২. তবাকাত কুবরা, ৪/২৩; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ২/২৯৮।
৩. বিশ্লেষক অছীউল্লাহ আব্বাস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
৪. আল-ইসতিআব, জীবনী নং-১৮৭১।
৫. তারিখে দামেশক ১৪/১৭৯।

অনেক তেমন প্রার্থীও অনেক। অতএব, যদি কে গ্রহণ করেছে এবং কে গ্রহণ করেনি তা গণনা করা না হয় তবে কাজটি জটিল হয়ে যাবে বলে আমার আশংকা। ওয়ালীদ ইব্ন হিশাম ইব্ন মুগীরা বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন আমি সিরিয়া থেকে এসেছি আমি সেখানে দেখেছি সে দেশের শাসক একটি দেওয়ান প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সেনাবাহিনীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেছে। অতএব, আপনি দেওয়ান প্রতিষ্ঠা করুন এবং সেনাবাহিনী ভরপোষণের ব্যবস্থা করুন। তখন তিনি তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে আকীল ইব্ন আবু তালিব ও মাখরামা ইব্ন নওফাল ও যাবির ইব্ন মাতাআমকে ডেকে পাঠান। তাঁরা সকলেই ছিল কুরাইশ বংশের। তিনি তাঁদেরকে বললেন, মর্যাদা অনুযায়ী মানুষের নাম লিপিবদ্ধ কর। তাঁরা বনু হাশিমের নাম দিয়ে শুরু করে। অতঃপর আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর বংশ, অতঃপর উমর রাদি আল্লাহু আনহুর বংশের নাম লিপিবদ্ধ করেন। যখন উমর রাদি আল্লাহু আনহু এই তালিকা দেখলেন তখন বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি এমনটি চেয়েছিলাম। তবে তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটতমদের দিয়ে শুরু কর। অধিক নিকটবর্তী তারপর অধিক নিকটতম। এভাবেই আল্লাহ উমর থেকে যা চেয়েছিলেন তাঁরা উমরের জন্য সেভাবে তা প্রস্তুত করে দেন।

বর্ণনাকরী বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন উমর আমাদের বলেছেন, উসামা ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম তিনি তাঁর পিতা থেকে তাঁর দাদা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যখন উমর রাদি আল্লাহু আনহু-এর কাছে ঐ তালিকা উত্থাপন করা হয় তাতে বনু হাশেমের পরপরই বনু তায়েম এবং বনু তায়মের পর বনু আদীর নাম ছিল। তখন আমরা তাঁকে বলতে শুনলাম, উমরকে তাঁর জায়গায় রাখ। তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটতমদের দিয়ে শুরু কর। নিকটতম অতঃপর নিকটতর। তখন বনু আদীর লোকজন এসে উমর রাদি আল্লাহু আনহুকে বললেন, আপনি আল্লাহর রাসূলের খলিফা অথবা আবু বকরের খলিফা আর আবু বকর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলিফা। অন্যরা আপনার যে অবস্থান নির্ধারণ করেছে আপনি নিজের জন্য সে অবস্থান নির্ধারণ করছেন না কেন? তখন তিনি বললেন, বাহ্ বাহ্ বনী আদী! তোমরা আমার পিঠে চড়ে খেতে চাও? যাতে আমার সৎ আমলগুলো তোমাদের জন্য চলে যায়। না আল্লাহর কসম! এটা কখনই হবে না এমনকি কিয়ামত এসে গেলেও। যদিও তালিকা তোমাদের নাম আচ্ছাদিত করে (অর্থাৎ যদি তোমাদের নাম সর্বশেষে লেখা হয়)। আমার পূর্বে আমার দুই সাথী বিগত হয়েছেন। তাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনায় একটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, আমি যদি তাঁদের উল্টা কিছু করি তবে ভবিষ্যতে আমার কাজেরও বিরোধিতা করা হবে। আল্লাহর শপথ! আমরা দুনিয়ায় যে সম্মান পেয়েছি এবং আখিরাতে আমাদের কর্মের উপর আল্লাহর যে প্রতিদান

আশা করি তা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কারণে ছাড়া অন্য কোন কারণে নয়। তিনি আমাদের সম্মান, তাঁর বংশ আরবের শ্রেষ্ঠ বংশ।[১]

ইমাম যাহাবী প্রণীত সীরু আলামুন্ নুবালা গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, উমর রাদি আল্লাহু আনহু সাহাবীগণের সন্তানদের পোষাক প্রদান করেন, কিন্তু হাসান ও হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর জন্য উপযুক্ত পোষাক না পাওয়ায় তিনি ইয়ামেনে লোক পাঠিয়ে তাঁদের জন্য পোষাক আনান। অতঃপর তিনি বলেন, 'এখন আমার অন্তর তৃপ্ত হয়েছে।'[২] প্রিয় পাঠক! আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন একটু দৃষ্টিনিবদ্ধ করুন উমর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁদের প্রতি এমনকি তাঁদের পোশাকের ব্যাপারে কত গুরুত্ব প্রদান করেছেন। নিশ্চয় তাঁরা দুজন তাঁর কাছে অন্যদের মত ছিলেন না।

ইব্ন আসাকিরের তারিখ দামেশক গ্রন্থে রয়েছে, উমর রাদি আল্লাহু আনহু একদা হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুকে বললেন, হে বৎস! তুমি যদি আমার কাছে আসতে। তিনি অর্থাৎ- হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, আমি একদিন তাঁর কাছে এলাম তিনি তখন মুয়াবিয়া রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে একান্ত আলাপচারিতায় ছিলেন এবং তাঁর ছেলে (ইব্ন উমর) দরজায় যেয়ে অনুমতি চাইলেন কিন্তু তিনি তাকে অনুমতি দিলেন না, বিধায় আমিও চলে গেলাম। পরবর্তীতে একদিন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে বললেন, হে বৎস! তুমি কেন আমার কাছে আসনি? তিনি বললেন, আমি এসেছিলাম কিন্তু আপনি মুয়াবিয়া রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে বিশেষ আলাপে রত ছিলেন। দেখলাম আপনার পুত্র আব্দুল্লাহ অনুমতি না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে। এজন্য আমিও ফিরে গিয়েছিলাম। তখন তিনি বললেন, উমরের পুত্র আব্দুল্লাহর চেয়ে তুমি অনুমতি পাওয়ার বেশি হকদার। আমাদের মস্তিষ্কে মহান আল্লাহর পর তোমাদের অবস্থান স্থির হয়ে গেছে। এরপর তাঁর হাত তাঁর মাথার উপর রাখলেন।[৩] প্রিয় পাঠক! উমর রাদি আল্লাহু আনহুর সম সময়ে হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর বয়স কত হতে পারে একটু ভেবে দেখুন। অথচ তিনি তাঁর ব্যাপারে কত আগ্রহী ছিলেন। এটা কি উমর রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক আহলে বাইতকে গুরুত্ব প্রদান ও তাঁদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার প্রমাণ বহন করে না?

হিবরুল উম্মাহ (উম্মতের বিজ্ঞ আলিম) আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্যে তাঁর নিবেদিত প্রশংসা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, উমর রাদি আল্লাহু আনহু আমাকে নিয়ে বদরে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের মজলিসে প্রবেশ করলেন। তাঁদের কেউ কেউ বললেন, আপনি কেউ এই তরুণকে আমাদের

১. তাবাকাত কুবরা: ৩/২৯৫–২৯৬।
২. সীরু আলামুন নুবালা ৩/২৮৫; তারিখ দামেশক: ১৪/১৮০।
৩. তারিখ দামেশক, ১৪/১৭৯।

অন্তর্ভুক্ত করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, সে তো এমন ব্যক্তি যাঁর থেকে আপনারা জ্ঞান অর্জন করতে পারেন।[১]

ইব্ন আব্দুল বার উমর রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইব্ন আব্বাস সম্পর্কে বলতেন, "ইব্ন আব্বাস কুরআনের কত চমৎকার ব্যাখ্যাকারী"! তিনি যখন তাঁর কাছে (উমর) আসতেন তখন বলতেন, পৌঢ় তরুণ, অনুসন্ধানী ভাষ্যকার ও বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন অন্তরের অধিকারী আগমন করেছেন।[২]

ইমাম হাকেমের মুস্তাদরিকে আলী ইব্ন হুসাইন থেকে বর্ণিত হয়েছে: উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু আলী রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে উম্মে কুলসূমের জন্য প্রস্তাব দিয়ে বলেন, তাঁকে আমার সাথে বিবাহ দিন। জবাবে আলী রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, আমি তাকে আমার ভাতিজা জাফরের ছেলের জন্য নির্দিষ্ট করেছি। তখন উমর রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, তাঁকে আমার সাথে বিবাহ দিন। আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর জন্য যা নির্দিষ্ট করেছি অন্য কেউ তা নির্দিষ্ট করতে পারে না। তখন আলী রাদি আল্লাহু আনহু তাঁকে তাঁর সাথে বিবাহ দিলেন। অতঃপর উমর রাদি আল্লাহু আনহু মুহাজিরগণের নিকট এসে বললেন, তোমরা কি আমাকে অভিনন্দন জানাবে না? তাঁরা বললেন, কার সঙ্গে বিবাহের কারণে হে আমীরুল মুমিনীন! তিনি বললেন, আলী ও রাসূল তনয়া ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহুমার মেয়ে উম্মে কুলসূমের কারণে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "কিয়ামাতের দিন সব ধরণের সম্পর্ক ও বংশ বিছিন্ন হয়ে যাবে শুধুমাত্র আমার সম্পর্ক ও বংশ ছাড়া।"[৩]

ইমাম যাহাবীর সীরু আলামুন নুবালা গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্ন আলী (ইবনুল হানাফিয়্যাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার বোন উম্মে কুলসুমের কাছে ছিলাম তখন উমর রাদি আল্লাহু আনহু প্রবেশ করলেন, তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, একে মিষ্টি পরিবেশন কর।[৪]

প্রিয় পাঠক! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন একটু চিন্তা করুন, যদি উমর রাদি আল্লাহু আনহু, আলী রাদি আল্লাহু আনহু ও তাঁর সন্তানদের ভাল না বাসতেন তবে কি মুহাম্মদ ইব্ন আলীর সঙ্গে আলিঙ্গন করতেন এবং তাঁকে মিষ্টিমুখ করার জন্য উম্মে কুলসুমকে বলতেন।

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৪২৯৪, বাবু মনযিলুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াওমুল ফাত্হ।
২. ইব্ন আব্দুল বার, আল-ইস্তিয়াব, জীবনী নং-১৪৪৭।
৩. মুস্তাদরিকে হাকেম, হাদীস নং- ৪৬৮৪, ৩/১৫৩; আলবানী, সিলসিলা সহীহাহ, হাদীস নং- ২০৩৬।
৪. সীরু আলামুন নুবালা ৪/১১৫।

আমিরুল মুমিনীন উসমান ইব্ন আফ্ফান রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা

এ খলিফা তাঁর অন্যান্য সাহাবী ভাইয়ের মত আহলে বাইতের সম্মান মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। এ কারণে তিনি তাঁদের যথার্থ প্রশংসা করতেন। যেমন ইব্ন কাসীর তাঁর আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "..... উমর ও উসমান রাদি আল্লাহু আনহু আরহী অবস্থায় আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে তাঁর সম্মানে নেমে যেতেন।"[১]

ইব্ন কাসীর আরও বলেন: উসমান রাদি আল্লাহু আনহু হাসান ও হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুমাকে সম্মান করতেন ও ভালবাসতেন। যেদিন উসমান রাদি আল্লাহু আনহু শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হন সেদিন হাসান রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর কাছে ছিলেন এবং তাঁর গলায় ঝুলন্ত তরবারী ছিল। উসমান রাদি আল্লাহু আনহুকে কেউ হত্যা করতে এলে তিনি তাকে হত্যা করবেন উসমান রাদি আল্লাহু আনহু এমন আশংকা করছিলেন। তখন তিনি তাঁর ব্যাপারে আশংকার কারণে ও আলী রাদি আল্লাহু আনহুর অন্তরের প্রশান্তির জন্য শপথ করে তাঁকে বাড়ীতে চলে যেতে বললেন।[২]

তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা

এই তো তালহা রাদি আল্লাহু আনহু ইব্ন আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা করছেন যিনি আহলে বাইতের একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন। ইব্ন সায়াদের তাবাকাতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাসকে দ্বীনের সঠিক বুঝ, অদম্য মেধা ও জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে।[৩]

সায়াদ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা

সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে আলী রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা সংক্রান্ত অনেক বর্ণনা রয়েছে। তিনি যদি তাঁকে ভাল না বাসতেন তবে এসব প্রশংসা প্রকাশ করতেন না। ইমাম মুসলিম সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী ইব্ন আবু তালিবকে তাবুক যুদ্ধের সময় মদীনায় রেখে যান। তখন তিনি

১. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৭/১৬২।
২. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ৮/৩৬।
৩. তাবাকাত ইব্ন সায়াদ: ২/৩৭০; ইব্ন আসীর, আন্-নিহায়াহ: পৃষ্ঠা-৮২৮।

বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে মদীনার নারী ও শিশুদের মধ্যে রেখে যাচ্ছেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার ও আমার অবস্থান মুসা ও হারুনের মত। শুধুমাত্র এতটুকু ব্যবধান যে, আমার পর কোন নবী আসবে না।[১]

তিনি ইব্ন আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা করেছেন। তাবাকাতে ইব্ন সায়াদে বর্ণিত রয়েছে, সায়াদ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস বলেন, আমি কাউকে ইব্ন আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহুর চেয়ে অধিক উপস্থিত বুঝদার, বুদ্ধিসম্পন্ন, অধিক জ্ঞানী, অতি বিনয়ী দেখিনি। আমি দেখেছি বিশেষ জটিল অবস্থায় উমর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁকে ডাকতেন। অতঃপর বলতেন, একটি বিশেষ জটিল অবস্থার আবির্ভাব হয়েছে। এরপর আর কোন কথা তিনি বাড়াতেন না। এমতাবস্থায় তাঁর আশে-পাশে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার ও মুহাজিরীন সাহাবী উপস্থিত থাকতেন।[২]

জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা

জাবির রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা থেকে প্রমাণিত হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ও গভীর ভালবাসা ছিল। ইব্ন আবু শায়বা তাঁর সূত্রে আতীয়াহ ইব্ন সায়াদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ রাদি আল্লাহু আনহুর নিকট প্রবেশ করলাম। তখন তিনি এমন বার্ধক্যে পৌঁছেছেন যে, তাঁর চোখের ভ্রুগুলো নুয়ে পড়ে চোখ ঢেকে গিয়েছিল। আমি তাঁকে বললাম, আলী ইব্ন আবু তালিব সম্পর্কে কিছু বলুন। তখন তিনি হাত দিয়ে ভ্রুগুলো উঠিয়ে বললেন, তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন।[৩]

হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্যে তাঁর প্রশংসা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, একদা হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহু মসজিদে প্রবেশ করলে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি জান্নাতের যুবকদের সর্দারকে দেখতে চায় সে যেন এই মানুষটিকে দেখে।[৪] অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর সম্পর্ক বর্ণনা করলেন।

---

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৪০৪, বাবু ফাযাইলে আলী ইব্ন আবু তালিব, সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৪৪১৬, বাবু গুযওয়াতু তাবুক।

২. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/৩০৩; তাবাকাত ২/৩৬৯।

৩. মুসান্নাফ আবু শায়বা, হাদীস-৩২১২০।

৪. সীরু আলামুন নুবালা ৩/২৮২; আবু ইয়ালা, হাদীস নং-১৮৭৪।

তবকাতে ইব্নে সায়াদে বর্ণিত আছে, ইব্ন আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহু ইন্তিকাল করলে জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ বলেন, আজ সর্বাধিক জ্ঞানী মানুষ, সর্বাধিক বিনয়ী ব্যক্তি ইন্তিকাল করেছেন। মুসলিম জাতি এমন এক ক্ষতির মুখমুখী হল যা পুষিয়ে নেয়া সম্ভব নয়।[১]

ইমাম মুসলিম জাফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমরা জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে গেলাম। সকলেই তাঁকে নিজ নিজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। সর্বশেষ আমার পালা এলে আমি বললাম, আমি মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইবন হুসাইন। তখন তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার মাথা কাছে নিলেন। অতঃপর আমার জামার উপরের বোতাম খুললেন, এরপর নিচের বোতাম খুললেন এবং আমায় বুকের মধ্যখানে তাঁর হাত রাখলেন, আমি সে সময় উঠতি যুবক। অবশেষে বললেন, স্বাগতম হে ভাতিজা! তুমি যা জানতে চাও বল।[২]

উম্মুল মুমিনীন আয়শা রাদি আল্লাহু আনহার প্রশংসা

আয়িশা রাদি আল্লাহু আনহা আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী। কুরআনে তাদের আলোচনা প্রসংগে স্পষ্ট ঘোষণা এসেছে তাঁরাও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। এতদসত্ত্বেও আমরা এখানে আহলে বাইতের অন্যান্য সদস্যের উদ্দেশ্যে তাঁর নিবেদিত কিছু প্রশংসা তুলে ধরব। যা তাঁদের মধ্যকার গভীর সম্পর্ক ও অন্তরঙ্গ ভালবাসার প্রমাণ বহন করে।

তারিখে তাবারীতে উল্লেখ আছে, আয়িশা রাদি আল্লাহু আনহা বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার ও আলী রাদি আল্লাহু আনহুর মধ্যে প্রথম থেকেই একজন নারীর সাথে তার শ্বশুর বাড়ীর লোকজনের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক ছিল না। আর তা ছিল কল্যাণের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সমালোচনা। আলী রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, হে মানব মণ্ডলী! আল্লাহর কসম! তিনি সত্য বলেছেন ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করেছেন। তাঁর ও আমার মধ্যে ঐ সম্পর্কই ছিল। নিশ্চয় তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী।[৩]

১. তাবাকাত: ২/৩৭২।
২. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১২১৮, বাবু হুজ্জাতুন্নবী।
৩. তারিখে তাবারী, ৪/৫৪৪।

ইব্ন আব্দুল বার আন্দালুসীর আল-ইস্তিয়াব গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে, আয়িশা রাদি আল্লাহু আনহা বলেন, আশুরার রোযার ব্যাপারে তোমাদেরকে কে ফতুয়া দিয়েছেন? তাঁরা বললেন, আলী রাদি আল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, তিনিই সুন্নাত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ব্যক্তি।[১]

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তাঁর সনদে উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাদি আল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, উঠা-বসায়, চাল-চলন, কথা বার্তায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ তাঁর মেয়ে ফাতেমার মত অন্য কাউকে দেখিনি।[২]

মুস্তাদরিকে হাকেমে আয়িশা রাদি আল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, তাঁর চেয়ে অধিক খাটি ভাষা ব্যবহারকারী কাউকে দেখছি না, তিনি ব্যতীত যিনি তাঁকে জন্ম দিয়েছেন।[৩] হাকেম বলেন, ইমাম মুসলিমের শর্ত মোতাবেক হাদীসটি সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন।

আল-মাজলিসীর বাহহারুল আনওয়ার গ্রন্থে রয়েছে, আয়িশা রাদি আল্লাহু আনহার কাছে যখন খারেজীদের বিরুদ্ধে আলী রাদি আল্লাহু আনহুর যুদ্ধের খবর পৌঁছাল তখন তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ! তারা আমার উম্মতের নিকৃষ্ট লোক, আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষেরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।[৪] আমার ও তাঁর মধ্যে এমন সম্পর্ক যা একজন নারীর তার শ্বশুর বাড়ীর লোকদের সাথে হয়ে থাকে।[৫]

আয়িশা রাদি আল্লাহু আনহা ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহাকে বলেছেন, আমি কি তোমাকে শুভসংবাদ দিব না যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি! জান্নাতের নারীদের সর্দার চারজন, মারিয়াম বিন্ত ইমরান, ফাতিমা বিন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খাদীজা বিন্ত খুয়াইলিদ ও ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া।[৬]

তাঁদের দুজনের মধ্যে যদি সামান্য বিরোধ থাকত তবে কি তিনি তাঁকে এ মহা সুসংবাদ প্রদান করতেন?

১. আল-ইস্তিয়াব, জীবনী নং-১৮৭১।
২. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৫২১৭; তিরমিযী, হাদীস নং-৩০৩৯।
৩. আল-মুসতাদরিক ৩/১৭৫, নং-৪৭৫৬।
৪. অর্থাৎ-ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষেরা অথবা এর অন্য অর্থও হতে পারে যে, প্রথম তিন যুগের মানুষ শ্রেষ্ঠ।
৫. বাহহারুল আনওয়ার, ৩৩/২৩২; কাশফুল গুম্মা, ১/১৫৮।
৬. মুসতাদরিকে হাকীম, হাদীস নং-৪৮৫৩, বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটির বর্ণনাসূত্র শুদ্ধ এবং ইমাম যাহাবী তাঁর সাথে একমত।

আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা

এই সুরভিত প্রশংসার ধারাবাহিকতায় আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ রাদি আল্লাহু আনহুও আহলে বাইতের উদ্দেশ্যে প্রশংসা নিবেদন করেছেন। ইব্ন আব্দুল বার এর আল-ইস্তিয়াব গ্রন্থে রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আলী ইব্ন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহু মদীনাবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুবিবেচক।[১]

উক্ত গ্রন্থে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস কতইনা চমৎকার কুরআনের ব্যাখ্যাকারী। আমাদের পুরা জেন্দেগী যদি তাঁকে পেত তবে আমাদের চেয়ে কেউ তাঁর সঙ্গ পেত না।[২]

আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা

আলী রাদি আল্লাহু আনহুর অবর্তমানে যে ব্যক্তি তাঁর নিন্দা করত এমন ব্যক্তিকে আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর রাদি আল্লাহু আনহু প্রতিহত করতেন। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি ইব্ন উমরের কাছে এসে উসমান রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁর উত্তম কার্যাবলি ও মহানুভবতার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। অতঃপর বললেন, সম্ভবত: (আমার) এ উত্তর তোমার পছন্দ হয়নি। সে বলল, জ্বি হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার নাক ধূলামলিন করুন।[৩] অতঃপর উক্ত ব্যক্তি তাঁর কাছে আলী রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁর মহৎ কার্যাবলির কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে বললেন, তিনি তো ঐ ব্যক্তি যাঁর অবস্থান ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের মধ্যখানে। অতঃপর বললেন, সম্ভবতঃ (আমার) এ কথাও তোমার কাছে খারাপ লেগেছে। সে বলল, অবশ্যই। তিনি বলেন, আল্লাহ তোমার নাক ধূলামলিন করুন.....।[৪]

হুসাইন ইব্ন আলী রাদি আল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্যে তাঁর প্রশংসার ব্যাপারে সহীহ বুখারীতে ইব্ন আবু নুআম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা আমরা আব্দুল্লাহ ইব্ন উমরের কাছে ছিলাম এক ব্যক্তি তাঁকে মশার রক্তমূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তুমি কোন এলাকার? লোকটি বলল, ইরাকের অধিবাসী। তখন তিনি বললেন, এই মানুষটিকে দেখ সে আমার কাছে মশার রক্তমূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে অথচ তারা রাসূলুল্লাহ

১. আল-ইস্তিয়াব, জীবনী নং-১৮৭১।
২. ইব্ন হাজর, ফাতহুল বারী, ৭/১০০।
৩. আরবের রীতিশুদ্ধ এ বাক্যের অর্থ-আল্লাহ তোমার অমঙ্গল করুন।
৪. সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৩৭০৪, বাবু ফাদায়েলে আলী ইব্ন আবু তালিব।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধরকে হত্যা করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি "তাঁরা দুজন (হাসান ও হুসাইন) এই পৃথিবীতে আমার শস্যফুল।[১]

আব্দুল্লাহ ইব্ন জাফর ইব্ন আবু তালিবের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্কের বিষয়ে ইব্ন আসাকির প্রণীত তারিখে দামেশক গ্রন্থে এসেছে। তিনি সব সময় আব্দুল্লাহ ইব্ন জাফরের কাছে আসতেন। অনেকে তাঁকে বলল, আপনি অধিক হারে আব্দুল্লাহ ইব্ন জাফরের কাছে আসেন কেন? উত্তরে আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর বললেন, তোমরা যদি তাঁর পিতাকে দেখতে তবে তোমরাও এটা ভালবাসতে। তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সত্তরটি তরবারী ও তীরের আঘাত পাওয়া গিয়েছিল।[২]

সহীহ বুখারীতে শা'বী থেকে বর্ণিত আছে, ইব্ন উমর যখন আব্দুল্লাহ ইব্ন জাফরকে সালাম দিতেন তখন বলতেন, হে দুই পাখা বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।[৩]

মুসাওয়ার ইব্ন মাখরামা রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা

মুসাওয়ার ইব্ন মাখরামার প্রশংসা সম্পর্কে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, হাসান ইব্ন হাসান (তিনি হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবু তালিব যিনি দ্বিতীয় হাসান উপাধিতে ভূষিত) মুসাওয়ার রাদি আল্লাহু আনহুর কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব সম্বলিত পত্র লেখেন এই মর্মে যে, আজ রাতেই আপনি আমার কাছে আসবেন। মুসাওয়ার রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর কাছে এসে আল্লাহর প্রশংসা করলেন অতঃপর বললেন, আমার কাছে আপনাদের বংশ ও আত্মীয়তার চেয়ে অধিক প্রিয় বংশ, আত্মীয়তা বা বৈবাহিক সম্পর্ক দ্বিতীয়টি নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ফাতিমা আমার থেকে একটি শাখা স্বরূপ। তাঁর থেকে যে বংশ বিস্তৃত হবে তা আমার থেকেই (হিসেবে গণ্য) হবে। তাঁর থেকে যা সঙ্কুচিত হবে তা আমার থেকেই হবে। কিয়ামতের দিন আমার সম্পর্ক ও আত্মীয়তা ছাড়া সব ধরনের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর আপনার অধীনে তাঁরই অধস্তন কন্যা (ফাতিমা বিন্ত হুসাইন অর্থাৎ তাঁর চাচাত বোন) রয়েছে। এ মুহূর্তে যদি আমি আমার কন্যাকে আপনার সাথে বিবাহ দেই তবে তা তাঁকে (ফাতিমাকে) অসন্তুষ্ট করতে পাওে, যা আল্লাহর রাসূলের অবাধ্যতা বা প্রতারণার শামিল।[৪]

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৫৯৯৪।
২. তারিখে দামিশক, ২৯/১৭৯।
৩. বুখারী, হাদীস নং-৩৭০৯, বাবু মানাকিবে জাফর ইব্ন আবু তালিব।
৪. ফাদাইলুস সাহাব, হাদীস নং-১৩৪৭; মুস্তাদরিকে হাকেম, হাদীস নং-৪৭৪৭।

একটু খেয়াল করলেই বুঝবেন একজন সম্মানিত ও মর্যাদাবান সাহাবী রাসূলুল্লাহ তনয়া ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহাকে তাঁর ইন্তিকালের পরেও কিভাবে সম্মান দেখালেন এবং তাঁর পৌত্র প্রজন্মের ব্যাপারে সে সম্মানের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করলেন।

একই সাথে সমকালীন বনু হাশিমের শ্রেষ্ঠ নেতৃত্বের সাথে কন্যা বিবাহ প্রদান থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলেন। তাঁদের মধ্যে এ কেমন ভালবাসা, প্রীতি ও সৌহাদ্য ছিল?

আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা

আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহুও তাঁদের প্রতি প্রশংসা করতে ভুলেননি। জাফর রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে তাঁর উক্তি ইমাম তিরমিজী ও হাকেম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর জুতা পরিধান, পশুর পিঠে বা উটে আরোহণ সব বিষয়ে জাফর ইব্ন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহুই উত্তম ছিলেন। এই রুপক বাক্যের দ্বারা তিনি যা বুঝাতে চেয়েছেন তা ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা করেছেন। জাফর ইব্ন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহু মিসকীনদের জন্য সবচেয়ে ভাল মানুষ ছিলেন।[১]

মুসনাদে আবু ইয়ালায় সাঈদ আল-মাকবারী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমরা আবু হুরায়রার সাথে বসাছিলাম। এমন সময় হাসান ইব্ন আলী রাদি আল্লাহু আনহু আগমন করলেন এবং আমাদেরকে সালাম দিলেন। আমরা তাঁর সালামের উত্তর দিলাম। আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু বিষয়টি খেয়াল করেননি। যখন হাসান রাদি আল্লাহু আনহু চলে গেলেন তখন আমরা তাঁকে বললাম, হে আবু হুরায়রা! হাসান ইব্ন আলী এসে আমাদের সাথে সালাম বিনিময় করে গেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবু হুরায়রা তাঁর পিছু নিলেন। তাঁকে নাগালে পাওয়ার পর সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, ওয়ালাইকুমুস সালাম ইয়া সাইয়্যিদি (হে আমার নেতা! আপনারা উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি নেতা।[২]

ইমাম হাকেম স্বীয় সনদে আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একদা হাসান ইব্ন আলী রাদি আল্লাহু আনহুর সাক্ষাত পেয়ে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আপনার পেটে চুম্বন করতে দেখেছি। যে স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুম্বন করেছিলেন ঐ স্থানটি একটু উন্মুক্ত করুন, আমি ঐ স্থানে একটু চুম্বন করব। বর্ণনাকারী বলেন, হাসান রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর পেট উন্মুক্ত করলেন এবং আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু তাতে চুম্বন করলেন।[৩]

---

১. সহীহ বুখারী, বাবুল হালওয়া ওয়াল আসল, ৩৭০৮।
২. মুসনাদ আবু ইয়ালা, হাদীস নং-৬৫৬১, বিশ্লেষক হুসাইন সালাম আসাদ বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ।
৩. আল-মুস্তাদরিক, ৪৭৮৫; মুসনাদে আহমদ, ৯৩৪২; তিরমিযী, ৩৭৬৪।

ইমাম যাহাবীর সীরু আলামুন নুবালা গ্রন্থে ইব্ন ইসহাক থেকে বর্ণিত হয়েছে, হাসান রাদি আল্লাহু আনহুর ইন্তিকালের দিন আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু খুব বেশি ক্রন্দন করেছিলেন ও উচ্চস্বরে বলেছিলেন, হে মানবমণ্ডলী! আজ রাসূলের ভালবাসা মৃত্যুবরণ করেছে, অতএব তোমরা কাঁদ।[১]

সীরু আলামুন নুবালা গ্রন্থে আবু মুহযাম থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, আমরা এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু আগমন করে তাঁর কাপড় দিয়ে হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর পায়ের ধুলা ঝেড়ে দিলেন।[২] আমরা যদি আবু হুরায়রা ও হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুমার বয়েসের পার্থক্য অনুভব করি তবে অবশ্যই অনুধাবন করতে পারি যে, শুধুমাত্র তাঁর মর্যাদা ও আহলে বাইতের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার কারণেই আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু এ কাজে ব্রতী হয়েছিলেন।

যায়িদ ইব্ন সাবিত রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা

যায়িদ ইব্ন সাবিতের বাহনের লাগাম স্পর্শ করতে ইব্ন আব্বাসকে বাধা দেয়ার মাধ্যমে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। ইব্ন আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি যায়িদ ইব্ন সাবিতের বাহনের লাগাম ধরলে তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূলের চাচাত ভাই! ছেড়ে দিন। অতঃপর তিনি বললেন, আমরা আমাদের চেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি ও আলিমদের জন্য এমনটি করে থাকি।[৩]

নবী পরিবারের উদ্দেশ্যে আনাস, বারা ইব্ন আযিব, আবু সাঈদ খুদরী রাদি আল্লাহু আনহুমের প্রশংসা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে।

আহলে বাইতের সম্মান-মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মাধ্যমে আনাস, বারা ইব্ন আযিব ও আবু সাঈদ খুদরী রাদি আল্লাহু আনহু তাঁদের প্রশংসা প্রকাশ করেছেন।

আনাস ইব্ন মালিক রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হাসান ইব্ন আলী রাদি আল্লাহু আনহুর মত অন্য কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন না।[৪]

---

১. সীরু আলামুন নুবালাঃ ৩/২৭৭।
২. সীরু আলামুন নুবালাঃ ৩/২৮৭।
৩. হাকেম, মুস্তাদরিক ৫৭৮৫, ৩/৪৭৮, মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ।
৪. সহীহ বুখারী, ফাদাইলুস সাহাবা, বাবু মানাকিবে হাসান ওয়া হুসাইন, ৩৫৪২।

বারা ইব্ন আযিবঃ

ইমাম তিরমিযী বারা ইব্ন আযিব রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান ও হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুমাকে দেখে বললেন, হে আল্লাহ! আমি তাঁদের দু'জনকে ভালবাসি, তুমিও তাঁদেরকে ভালবাস।[১]

আবু সাঈদ খুদরীঃ

ইমাম আহমদ নিজ সূত্রে আবু সাঈদ খুদরী রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হাসান ও হুসাইন জান্নাতের যুবকদের সর্দার।[২]

আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা

আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস রাদি আল্লাহু আনহু হুসাইন ইব্ন আলী রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা করেছেন। রেজা ইব্ন রাবীআহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদে ছিলাম। আমাদের পাশ দিয়ে হুসাইন ইব্ন আলী রাদি আল্লাহু আনহু অতিক্রম করলেন। তিনি আমাদেরকে সালাম দিলেন; উপস্থিত সকলে তাঁর সালামের উত্তর দিলেন। তবে আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস চুপ থাকলেন। সকলেই যখন চুপ হয়ে গেলেন। তখন তিনি উচ্চস্বরে বললেন, আপনার উপরও শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত অবতীর্ণ হোক। অতঃপর তিনি উপস্থিত লোকজনের দিকে মুখ ফিরায়ে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে আসমানবাসীর কাছে অধিক প্রিয় দুনিয়াবাসীর সম্পর্কে জানাব না? তাঁরা বললেন, অবশ্যই। তিনি বললেন, উনি। তিনি আমার ব্যাপারে ভুল ধারণা পোষণকারী। আল্লাহর শপথ! সিফ্ফীন যুদ্ধের রাত থেকে তাঁর সঙ্গে আমি একটি শব্দও বলি না, তিনিও আমার সাথে একটি কথাও বলেননি। আল্লাহর কসম! তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট হলে তা আমার নিকট অহুদ পাহাড় সমতুল্য সম্পদের চেয়েও উত্তম। তখন আবু সাঈদ খুদুরী রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, আপনি কি আগামীকাল ভোরে তাঁর কাছে যাবেন? তিনি বললেন, অবশ্যই। তাঁরা উভয়েই ভোরে তাঁর কাছে যাওয়ার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। আমিও তাঁদের দুজনের সাথে ভোরে বের হলাম। তাঁর কাছে যেয়ে আবু সাঈদ রাদি আল্লাহু আনহু অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি অনুমতি দিলেন, আমরা কক্ষে প্রবেশ করলাম। আবু

১. তিরমিজী, কিতাবুল মানাকিব-৩৭৮২, বাবু মানাকিবে হাসান ওয়া হুসাইন।
২. মুসনাদে ইমাম আহমদ, হাদীস নং- ১১৭৯৪, ইমাম তিরমিজী হাদীসটি হুযায়ফা রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।

সাঈদ ইব্ন আমরের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কারণ হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহু যতক্ষণ তাঁকে অনুমতি না দিলেন ততক্ষণ তিনি তাঁর সাথেই ছিলেন। অতঃপর তিনি প্রবেশ করলেন। আবু সাঈদ যখন দেখলেন যে, তিনি হুসাইনের পাশে বসা অথচ তাঁকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে এবং হুসাইন তাঁর স্থান বিস্তৃত করে দিচ্ছে। ইব্ন আমর তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং আর বসেননি। অতঃপর তিনি যখন এ দৃশ্য দেখলেন তখন আবু সাঈদ থেকে সরে যেয়ে উভয়ের মধ্যস্থলে বসে পড়লেন। এরপর আবু সাঈদ রাদি আল্লাহু আনহু গতকালের ঘটনা বললেন। তখন হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, হে ইব্ন আমর! সত্যিই কি তুমি জান আমি আসমানবাসীর নিকট সর্বাধিক প্রিয় দুনিয়াবাসী। তিনি বললেন জ্বী, কাবার রবের শপথ! আপনি অবশ্যই আসমানবাসীর নিকট সর্বাধিক প্রিয় দুনিয়াবাসী। তিনি বললেন, তাহলে সিফফীন যুদ্ধে আমার ও আমার পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কী জিনিস তোমাকে বাধ্য করেছিল? আল্লাহর কসম! আমার পিতা আমার চেয়ে অনেক গুণে ভাল ছিলেন। তিনি বললেন, অবশ্যই কিন্তু উমর রাদি আল্লাহু আনহু আমার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এই বলে অভিযোগ করেন যে, আব্দুল্লাহ দিনের বেলায় রোযা রাখে এবং সারা রাত ইবাদাত করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, রাতে নামায আদায় কর ও ঘুমাও। কিছু দিন রোযা রাখ কিছুদিন রোযা পরিত্যাগ কর এবং উমরের আনুগত্য কর।

সিফ্ফীন যুদ্ধের দিন আমি নিজের উপর এই শপথ গ্রহণ করেছিলাম, আমি তাদের জনবল বৃদ্ধি করব না, তাদের জন্য তরবারী কোষমুক্ত করব না, বর্শা নিক্ষেপ করব না, কোন তীর ছুড়ব না। তখন হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, তুমি কি জান না স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয়? তিনি বললেন অবশ্যই জানি। তিনি বললেন, এটিই যেন তাঁর থেকে গৃহীত হয়।[১]

১. মাজমাউ যাওয়ায়েদ ৯/২৯৯, হাদীস নং-১৫১০৯। হাইসামী বলেন, হাদীসটি ইমাম তাবরানী আল আওসাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

"আলী ও আহলে বাইতের উদ্দেশ্যে মুআবিয়া (রা)-এর প্রশংসা"

আমরা এমন কিছু বর্ণনা পাই যা আহলে বাইতের উদ্দেশ্যে মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসার নির্দেশনা প্রদান করে। ইব্ন আব্দুল বার প্রণীত আল ইস্তিয়াব গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (শাসনকর্তা থাকা অবস্থায় নতুন) কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে তা লিখে রাখতেন যাতে তিনি সে বিষয়ে আলী ইব্ন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন। যখন তাঁর কাছে আলী রাদি আল্লাহু আনহুর শাহাদাতের খবর পৌঁছায় তখন তিনি বলেন, আলী ইব্ন আবু তালিবের ইন্তিকালের সাথে সাথে ফিকাহ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানও চলে গেল।[১]

ইমাম আহমদ নিজ সনদে মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর (হাসান ইব্ন আলী রাদি আল্লাহু আনহুর) জিহ্বা অথবা তিনি বলেন তাঁর ঠোঁট চুষতে দেখেছি। যে জিহ্বা বা ঠোঁট আল্লাহর রাসূল চুষেছেন তাঁকে কখনোই আযাব দেয়া হবে না।[২]

আসবাগ ইবন নাবাতা বলেন, দিরার ইব্ন দুমরা নাহশালী মুআবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ান রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে প্রবেশ করলে তিনি তাঁকে বললেন, আলী রাদি আল্লাহু আনহুর গুনকীর্তন কর। তিনি বললেন, আপনি কি আমাকে তিরষ্কার করবেন? তিনি বললেন, না তুমি বরং তাঁর গুণ বর্ণনা কর। দিরার বললেন, মহান আল্লাহ আলীকে রহম করুন! তিনি আমাদের মতই সাধারণ ছিলেন, আমরা যখন তাঁর কাছে আসতাম তিনি আমাদেরকে জড়িয়ে ধরতেন, তাঁর কাছে আমরা কিছু প্রার্থনা করলে তিনি তা পূরণ করতেন। তাঁর সাক্ষাতে এলে তিনি আমাদেরকে তাঁর নৈকট্য প্রদান করতেন। তিনি আমাদের জন্য তাঁর দরজা বন্ধ করেননি এবং এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের আড়ালে রাখেননি। অথচ আল্লাহর শপথ, আমাদের জন্য তাঁর নৈকট্য ও আত্মীয়তা সত্ত্বেও আমরা তাঁর সাথে স্বশ্রদ্ধেয় কথা বলিনি, তাঁর মর্যাদা প্রদর্শন করিনি। তিনি যখন মুচকি হাসি দিতেন তখন মনে হত তাঁর দাঁতগুলো ছন্দবদ্ধ মুক্তা। তখন মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, তাঁর আরও কিছু গুণ বর্ণনা কর। দিরার বললেন, আল্লাহ আলীর উপর রহম করুন, আল্লাহর শপথ তিনি দীর্ঘ জাগরণ, অল্প নিদ্রায় অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি গভীর রাতে ও দিবসের দুই প্রান্তে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহু কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, যথেষ্ট হয়েছে হে দিরার! আল্লাহর কসম আলী রাদি আল্লাহু আনহু এমনই ছিলেন। আল্লাহ আবুল হাসানকে রহম করুন।[৩]

---

১. আল-ইস্তিয়াব, জীবনী নম্বর-১৮৭১।
২. মুসনদে ইমাম আহমদ, হাদীস নম্বর-১৬৮৯৪।
৩. বাহহারুল আনোয়ার: ৪১/১৪; আমালী আসসুদুক, ৬২৪।

ইব্ন কাসীর বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ গ্রন্থে একরামা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাসের ইন্তিকালের পর আমি মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি আল্লাহর শপথ! আজ মৃত এবং জীবিত মানুষের মধ্যকার বড় ফকীহ ইন্তিকাল করলেন।[১]

ইমাম যাহাবীর সিরু আ'লামুন নুবালাহ গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে ইয়াজিদ ইব্ন মুআবিয়া হাসান ইব্ন আলীর উপর বড়াই করলে তার পিতা তাকে বললেন, তুমি কি হাসানের উপর নিজের বড়াই প্রকাশ করেছ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সম্ভবত: তুমি মনে করেছ তোমার মা তাঁর মায়ের মত আর তোমার নানা তাঁর নানার মত!![২]

উক্ত গ্রন্থে ইব্ন আবু শায়বা থেকে বর্ণিত আছে, এক দিন হাসান রাদি আল্লাহু আনহু মুআবিয়ার কাছে আসলে তিনি বলেন, আমি তোমাকে এমন পুরস্কারে ভূষিত করব যা আগে কাউকে করিনি অতঃপর তিনি তাঁকে চার লক্ষ দিনার প্রদান করলেন এবং হাসান রাদি আল্লাহু আনহু তা গ্রহণ করলেন।[৩]

আব্দুল্লাহ ইব্ন জাফরের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রশংসা প্রসঙ্গে ইব্ন আসাকির তার তারিখে দামেশক গ্রন্থে আব্দুল মালেক ইব্ন মারওয়ান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহু বলতেন বনী হাশিমের মধ্যে দুজন বিশেষভাবে মর্যাদাপূর্ণ। রাসূলুল্লাহুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখ করা যায় এমন সব ভাল গুণের কারণে এবং আব্দুল্লাহ ইব্ন জাফর ভদ্রতার কারণে। আল্লাহর শপথ! ভদ্রতার এমন কোন দিক নেই যা তিনি অতিক্রম করেননি। আর তা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোকবর্তীকার একটি ঝলক মাত্র। আল্লাহর কসম! তাঁর সম্মান-মর্যাদার কাছাকাছি কেউ পৌঁছাতে পারত না। আব্দুল্লাহ অনুকরণে তার মাধ্যম স্থানে অবতরণ করেছিলেন।[৪]

১. বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/৩০১।
২. সীরু আলামুন নুবালা, ৩/২৬০।
৩. সীরু আলামুন নুবালা: ৩/২৬৯।
৪. তারিখ দামেশক ২৯/১৭৯, বর্ণনাটি অতি চমৎকার, কেননা এর বর্ণনা পরম্পরায় তিনজন খলিফা মুআবিয়া, মাওয়ান ও আব্দুল মালেক রয়েছে।

উপসংহার

উপরোক্ত বরকতময় বর্ণনাসমূহ আলোচনার পর আহলে বাইত ও সাহাবীগণের মধ্যকার গভীর সম্পর্ক স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হল। তাঁরা তাঁদের অন্তরে দ্বীন ও দ্বীনী ভাইদেও জন্য যে ভালবাসা ও প্রীতি বহন করতেন তা মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিকার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ছিল।

দ্বীন পালনে আগ্রহী ও ঈমান দৃঢ়করণে উৎসাহী প্রতিটি ব্যক্তির জানা উচিত আহলে বাইত ও সাহাবীগণের প্রতি ভালবাসা প্রতিটি মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। তাঁদের ব্যাপারে অনৈতিক আক্রমণ তাঁদের জীবনআদর্শ ও তাঁদের পথ পদ্ধতি থেকে বের হয়ে যাওয়ার এবং নিজেদেরকে শাস্তির জন্য প্রস্তুত করার নামান্তর। যে ব্যক্তি আল্লাহর আযাবকে ভয় পায়, তাঁর প্রতিদানের প্রত্যাশা করে এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখে যে আল্লাহর কাছেই সকলের প্রত্যাবর্তন করতে হবে তাঁর জন্য এ গ্রন্থে অনেক উপদেশ রয়েছে।

হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তাঁদের ভালবাসা ও তাঁদের অনুকরণের শক্তি দাও এবং তাঁদের সঙ্গে আমাদের হাশর দান কর..... আমীন!

তথ্যসূত্র

১. ***আল-ইরশাদ,*** আল-মুফীদ, সিলসিলাতু মুআল্লাফাত আল-মুফীদ, দারুল মুফীদ, বৈরুত, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৪১৪ হি ।

২. ***ইস্তিজলাব ইরতিকাউল গুরফ,*** আস্‌সাখাভী, দারুল বাশাঈর আল-ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত, ২০০০ ইং, বিশ্লেষণ: খালিদ আহমদ আস্‌সাম্মী ।

৩. ***আল-ইস্তিআব ফী মা'রিফাতিল আসহাব,*** ইব্‌ন আব্দুল বার আন্দালুসী ।

৪. ***বাহহারুল আনওয়ার,*** আল-মাজলিসী, দারু ইয়াহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী, বৈরুত, তৃতীয় প্রকাশ ১৪০৩ হি ।

৫. ***আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ,*** ইব্‌ন কাসীর দামেশকী, মাকতাবাতুল মাআরিফ, বৈরুত, ১৪১৫ হি ।

৬. ***তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক,*** তাবারী, বৈরুত, লেবানন, তৃতীয় প্রকাশ ১৪০৩ হি, বিশ্লেষক: আবুল ফদল ইবরাহীম ।

৭. ***তারিখে দামেশক,*** ইব্‌ন আসাকির, দারু ইয়াহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ ১৪২১ হি ।

৮. ***তাবিলুল আয়াত ফী ফাদাইলিল উতরাতুত তাহিরাহ,*** আমতারাবাদী আন্‌নাজফী, মাদরাসাতুল ইমাম মাহদী, প্রথম প্রকাশ ১৪০৭ হি ।

৯. ***তাফসীরে ইমাম আসকারী,*** বিশ্লেষণ: মাদরাসাতুল ইমাম মাহদী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি ।

১০. ***আল-খিসাল,*** ইব্‌ন বাবুইয়া আল-কুম্মী, বিশ্লেষণ: আলী আকবর গিফারী, জামাআতুল মুদাররিসীন ।

১১. ***আস্‌সিলসিলা আস্‌সহীহাহ,*** আলবানী, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, ১৪২২ হি/ ২০০২ ইং ।

১২. ***সুনানে আবু দাউদ,*** ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানী, দারুস্‌সালাম, রিয়াদ, ২০০১ হি ।

১৩. ***সুনানে তিরমিজী,*** ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা তিরমিজী, দারুস্‌সালাম, রিয়াদ, ২০০১ হি ।

১৪. ***সীরু আলামুন নুবালা,*** আয্‌যাহাবী, দারুর রিসালাহ, বৈরুত, এগারতম প্রকাশ ২০০১ ইং ।

১৫. ***সহীহ ইব্‌ন হাব্বান,*** ইব্‌ন হাব্বান বাসতী, মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৪১৪ হি, বিশ্লেষণ: শুয়াইব আরনাউট ।

১৬. ***সহীহ বুখারী,*** ইমাম বুখারী, দারুস্‌সালাম, দ্বিতীয় প্রকাশ, রিয়াদ ।

১৭. ***সহীহ মুসলিম,*** ইমাম মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ, দারুস্‌সালাম, দ্বিতীয় প্রকাশ, রিয়াদ ।

১৮. *সহীফা সাজ্জাদিয়া কামিলা,* ইমাম যয়নুল আবিদীন ।

১৯. *তবাকাতুল কুবরা,* মুহাম্মদ ইব্ন সায়াদ, দারুস সাদির, বৈরুত ।

২০. *ফাদাইলুস্ সাহাবা,* ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, দারু ইব্নুল জাওযী, রিয়াদ, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৪২০ হি ।

২১. *আল-কাফী (আল-উসূল),* আল-কালিনী, বিশ্লেষণ: আলী আকবার গিফারী, দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, তৃতীয় প্রকাশ ১৩৮৮ হি ।

২২. *কাশফুল গুম্মাহ ফী মারিফাতিল আইম্মা,* আরবালী, দারুল আদওয়া, লেবানন, ১৪২১ হি/ ২০০০ ইং ।

২৩. *মাজমাউল যাওয়ায়েদ,* হায়সামী, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১২ হি/ ২০০০ ইং ।

২৪. *মুরুজুজ জাহাব,* আল-মাসউদী ।

২৫. *আল-মুস্তাদরিক,* হাকেম নিসাপুরী, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ ১৪১১ হি ।

২৬. *মুসনাদে আবু ইয়ালা মাওসুলী,* দারুল কুতুবুল মামুন, দামেশক, বিশ্লেষণ: হুসাইন সালীম আসাদ ।

২৭. *মুসনাদে ইমাম আহমদ,* ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, মুআস্সাসা কুরতুবা, কায়রো ।

২৮. *মাসনাফ,* আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, মাকতাবাতে আল-রুশদ, রিয়াদ, প্রথম প্রকাশ ১৪০৯ হি, বিশ্লেষণ: কামাল ইউসূফ আল-হুত ।

২৯. *মুজামুল বুলদান,* ইয়াকুত হামুয়ী, দারুল ফিকর, বৈরুত ।

৩০. *নাহজুল বালাগাহ,* বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ আব্দুহু, দারুল আন্দালুস, বৈরুত ।

من إصداراتنا
More Others

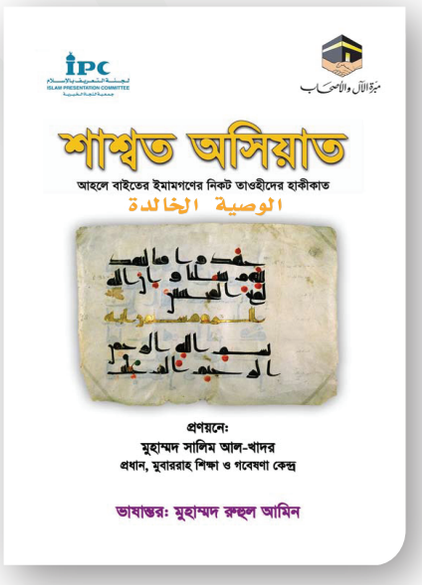





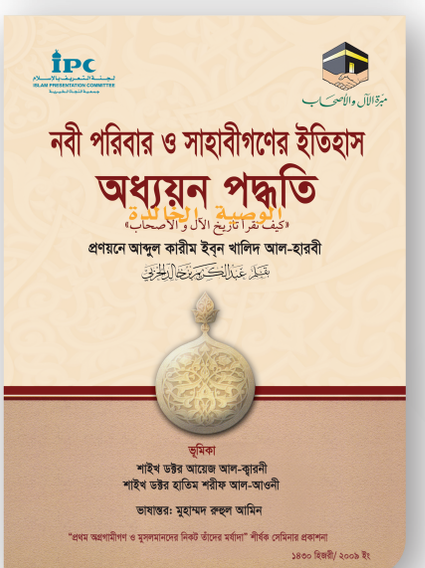

للمساهمة معنا في مشروع طباعة الكتب: 22444117 - 24713897

الإدارة: الفروانية - ق6 - ش3 - بناية رقم 137 - فاكس: 24713873 - ص.ب 1613 الصفاة 13017 - الكويت

المعرض: الكويت - شارع فهد السالم - خلف مسجد الملا صالح - تليفاكس: 22427383

دار التعريف بالإسلام
ISLAM PRESENTATION
ipb@gmail.com - www.ipbshop.com